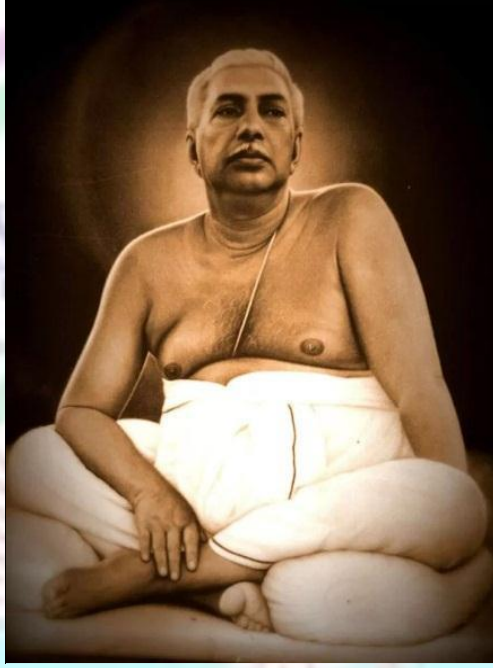


সত্যানুসরণ



ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

www.satsangngbd.com

Mobile: +8801915137084

+8801674140670

+8801818052994

 Facebook Page

Sri Sri Thakur Anukul Chandra Online book Store

মুচনা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অন্যতম প্রিয়ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। কর্মজীবন তাকে পাবনা থেকে দূরে নিয়ে যাবে। বিরহ বিচ্ছেদ কাতর ভক্ত প্রেমশ্রদ্ধারায় প্রার্থনা করল, নিরন্তর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকতে পারে এমনতর শ্রীহস্ত লিখিত অমৃত-নির্দেশ। বাংলা ১৩১৬ সালে দ্বাবিংশ-বর্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর এক নিশায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন তাঁর অমৃত-নিষ্যন্দী স্বতঃউৎসারী বাণী। ভক্তের প্রার্থনা নামিয়ে নিয়ে এল পৃথিবীর বুকে মন্দাকিনীর পূণ্যধারা যা সঞ্জীবিত করে রাখবে তাকে যুগযুগ ধরে প্রতিটি মানুষকে।

বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে মুদ্রিত ‘সত্যানুসরণ’ বহন করে চলেছে ঐ শাশ্বত মহাবাণী।

সংসঙ্গ, পাবনা

প্রকাশক

ভূমিকা

‘বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে জগৎ জাগবে’

‘হিমাইতপুরকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সবকিছু করগা। হিমাইতপুরে কেন্দ্রায়িত না হলে অন্য কোথাও কিছু করলে তাতে কিছুই হবে না। অতিসত্বর করা লাগে।’ ‘করে দিতে পারবে না কেউ, করতে হবে তোমাকে। কৃতির সাথে ধৃতি নিয়ে, অনুশীলনী আবেগে।’- শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণী তিনটি স্মরণ রেখে বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর দেওয়া সঞ্জীবনী সুধা অবিকৃতভাবে পৌছে দেওয়ার জন্য ১৯৪৬-এর পর পূণ্যভূমি হিমাইতপুর-ধাম, পাবনা থেকেই তাঁর সকল গ্রন্থাদি প্রকাশনার বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে ‘সত্যানুসরণ’ প্রকাশ করা হ’ল।

বর্তমানে গ্রন্থটি তৎকালীন হিমাইতপুর ধাম হ’তে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং ক্ষীরোদাস্মৃতি প্রেসে মুদ্রিত ‘সত্যানুসরণ’ সপ্তম সংস্করণ-এরই অবিকল পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক

আমার বলাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভিতরে দিয়ে
সে গুলিকে যদি-

বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-

পাওয়া যে তোমার
তমসাচ্ছন্নই রংয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-
তোমারই
“আমি”

“অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায়
আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়ো না।
সাবধান হও,-ঠক্বে; তোমার
ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার
কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়-
ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা।”

-শ্রীশ্রীঠাকুর

দুৰ্বলতা

সৰ্বপ্ৰথম আমাদেৰ দুৰ্বলতাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে- সাহসী হতে হ'বে, বীৰ হ'তে হবে। পাপেৰ জ্বলন্ত প্ৰতিমূৰ্তি ঐ দুৰ্বলতা। তাড়াও যতশীঘ্ৰ পাৰ, ঐ রক্তশোষণকাৰী অবসাদ-উৎপাদক *Vampire- কে। স্মরণ কৰ তুমি সাহসী, স্মরণ কৰ তুমি শক্তিৰ তনয়, স্মরণ কৰ তুমি পৰমপিতাৰ সন্তান;- আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে তোমাৰ ধৰ্ম্মৰাজ্যে ঢোক্‌বাৰ অধিকাৰ জন্মেছে।

হ'টে যাওয়াটা বৰং দুৰ্বলতা নয়কো, কিন্তু চেষ্টা না কৰাই দুৰ্বলতা তুমি কোন কিছু করতে প্ৰাণপণ চেষ্টা কৰা সত্ত্বেও যদি বিফলমনোৱৰ্থ হও- ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না, ঐ অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তিৰ দিকে নিয়ে যাবে। যে পৰিমাণে দুঃখৰ কাৰনে মন সংলগ্ন হ'য়ে অভিজ্ঞ হ'বে, সেই পৰিমাণে হৃদয় ভয় আসবে ও দুৰ্বলতাত্মক হ'য়ে পড়বে। যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় আৰ দুৰ্বলতা বলে কিছু রেখো না, সৎচিন্তা ও সৎকৰ্ম্মে ডুবে থাক।

দুৰ্বল মন চিৰকালই সন্দিগ্ধ-তাৰা কখনই নিৰ্ভৰ করতে পারে না, তাই প্ৰায়ই রুগ্ন কুটিল ইন্দ্ৰিয়পৰবশ হয়। তাৰেৰ নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখদুঃখ ডুবে যায়। কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে, 'বেশ'- তাও আশান্তি! অবসাদে জীবন ক্ষয় হ'য়ে যায়।

দুৰ্বল হৃদয়ে প্ৰেমভক্তিৰ স্থান নেই। পৰেৰ দুৰ্দশা, ব্যথা দেখে', পৰেৰ মৃত্যু দেখে', নিজেৰ দুৰ্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুৰ আশঙ্কা ক'ৰে ভেঙ্গে পড়া এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া-ওসব দুৰ্বলতা।

যাৰা শক্তিমান্ তা'ৰা যা-ই কৰুক, তাৰেৰ নজৰ নিৰাকৰণেৰ দিকে-যাতে ও-সব অবস্থায় আৰ না কেউ বিধ্বস্ত হয় প্ৰেমেৰ সহিত তাৰই উপায় চিন্তা কৰা, - বুদ্ধদেবেৰ যা' হয়েছিল- ঐ হচ্ছে সবল হৃদয়েৰ দৃষ্টান্ত।

তুমি ব'লো না তুমি ভীৰু, ব'লো না তুমি কাপুৰুষ, ব'লো না তুমি দুৰাশয়! পিতাৰ দিকে নজৰ কৰ, আবেগভৰে বল- "ওগো, আমি তোমাৰ সন্তান, আমাৰ আৰ জড়তা নেই, আৰ দুৰ্বলতা নেই, আমি আৰ কাপুৰুষ নই, আমি তোমাকে ভুলে নৱকেৰ দিকে ছুটে যাব না, আৰ তোমাৰ জ্যোতিৰ দিকে পিছন ফিৰে 'অন্ধকাৰ' 'অন্ধকাৰ' ব'লে চিৎকাৰ কৰব না।"

দুৰ্বলতাৰ সময় সুন্দৰ ও সবলতাৰ চিন্তা কৰিও,- আৰ অহঙ্কাৰে প্ৰিয় ও দীনতাৰ চিন্তা কৰিও,- মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

*Vampire -এক জাতীয় বাদুড়; ইহাৰা ঘুমন্ত জন্তুৰ রক্ত নিৰ্ৰিবাদে শোষণ কৰে।

কপটতা

এতটুকু দুৰ্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক-ঠিক অকপট হ'তে পারবে না,- আৰ যতদিন তোমাৰ মন-মুখ এক না-হচ্ছে, ততদিন তোমাৰ মলিনতাৰ গায়ে হাত-ই পড়বে না।

মন-মুখ এক হ'লে আৰ ভিতৰে গলদ জমতে পারে না, গুপ্ত আবৰ্জনা ভাষায় ভেসে উঠে' পড়ে, পাপ গিয়ে তাৰ ভিতৰ বাসা বাঁধতে পারে না।

যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও-তবে কপটতা ত্যাগ কৰ।

কপট ব্যক্তি অন্যেৰ নিকট সুখ্যাতিৰ আশায় নিজেৰে নিজেই প্ৰবঞ্চনা কৰে, অল্প বিশ্বাসেৰ দৰুণ অন্যেৰ প্ৰকৃত দান হ'তেও প্ৰবঞ্চিত হয়।

কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কারণ মুখ খুলিলে কি-হয়- হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না।

অমৃতময় বারি কপটের নিকট তিজ্জ, লবণময়;- তীরে যাইয়াও তৃষ্ণা নিবারিত হয় না।

সরল ব্যক্তি উর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন চাতকের মত, কপটী নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক;- বড় এবং উচ্চ হ'য়ে নিম্নদৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি?

কপট হ'য়ো না- নিজে ঠ'কো না আর অপরকে ঠ'কিও না।

অনুতাপ

কোন কাজ ক'রে বিচার দ্বারা তা'র ভালমন্দ অনুভব ক'রে যে তাপের দরুণ মন্দে বিরতি আসে তাহাই অনুতাপ। অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হ'তে না হয়।

শুধু মুখে-মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয়,-ও আরো অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্প-বিস্তর প্রকাশ পায়।

যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়- বুঝতে হবে সে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। যখনই তোমার কু-কর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা ক'রবেন, আর ক্ষমা হ'লেই বুঝতে পারবে- তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে।

যার উপর ত্রুঙ্ক হ'য়েছ আগে তা'কে আলিঙ্গন কর, নিজবাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খুলে' বাক্যালাপ না-করা পর্য্যন্ত অনুতাপের সহিত তার মঙ্গলের জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর; - কেননা বিদেষ এলেই ক্রমে-ক্রমে তুমি সন্ধীর্ণ হয়ে পড়বে- আর সন্ধীর্ণতাই পাপ।

যদি কেহ তোমার কখনও অন্যায় করে, আর একান্ত ই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যা'তে সে অনুতপ্ত হয়। এমনতর প্রতিশোধ আর নেই,- অনুতাপ তুষানল, তা'তে উভয়েরই মঙ্গল।

মুখ আর দুঃখ

যাতে হৃদয়ে দুঃখলতা আসে, ভয় আসে তা'তেই আনন্দের খাক্তি- আর তাই দুঃখ।

অসৎ-এ আসক্তি থেকে ভয়, শোক ও দুঃখ আসে। অসৎ পরিহার কর, সৎ-এ আস্থাবান হও- ত্রাণ পাবে।

সঙ্কোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। দুঃখ কারু প্রকৃতিগত নয়কো, - তা'কে ইচ্ছা করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কারু দুঃখের কারণ হ'য়ো না-কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না।

যা' ত্যাগ করতে হবে তার দিকে আকৃষ্ট যা আসক্ত হ'য়ো না- দুঃখ হতে রক্ষা পাবে।

চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেয়ো না, সব অবস্থায় রাজি থাক-দুঃখ তোমার কী করবে?

পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর, “তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল, আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক”, - আর তা'র জন্য তুমি রাজি থাক-আনন্দে থাকবে দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

দুঃখও এক-রকম ভাব, সুখও এক-রকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ। তুমি জগতের হাজার করেও দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না, যতক্ষণ না- তুমি হৃদয়-থেকে ও অভাবের ভাবটা কেড়ে নিচ্ছ। আর ধর্মই তা' করতে পারে।

কাম

জগতে মানুষ যত-কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে বৃত্তিলোলুপ আসক্তি থেকে আসে;- 'ও' থেকে যত দূরে-সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বস্বাইকে বিশেষ করে বলেছেন- কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাৎ, তফাৎ, খুব তফাৎ থাক।

কামিনী- থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হ'য়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল;- আর মা মা-ই, কামিনী নয়কো।

'মা'র শেষে গী দিয়েই গী ভাবলেই সর্বনাশ! সাবধান, মাকে মাগী ভেবে ম'রো না।

প্রত্যেকের মা-ই জগজ্জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ- এমনতর ভাবতে হয়।

মাতৃভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে স্ত্রীলোককে ছুঁতে নেই, যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল; এমন-কি মুখদর্শন না-করা আরও ভাল।

বাধাপ্রাপ্ত কামই ক্রোধ, আর ক্রোধই হিংসার বন্ধু।

'আমার কামক্রোধাদি গেল না, গেল না' ব'লে চিৎকার পাড়লে কখনই তা'রা যায় না। এমন কর্ম, এমন চিন্তা অভ্যাস ক'রে নিতে হয় যা'তে কামক্রোধাদির গন্ধও নেই - মন যা'তে ওসব ভুলে যায়।

মনে কামক্রোধাদির ভাব না- এলে কী করে তা'রা প্রকাশ পাবে? উপায়-উচ্চতর উদারভাবে নিমজ্জিত থাকা।

সৃষ্টিতত্ত্ব, গণিতবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনায় কামরিপুর দমন হয়।

কামিনীকাঞ্চন-সম্বন্ধীয় যে-কোন রকম আলোচনাই ও'-তে আসক্তি এনে দিতে পারে। ও'সব আলোচনা- থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

দোষ দেখা ও পরিনিদা

এটা খুবই সত্যি কথা যে মনে যখনই অপরের মঙ্গলবিহীন স্বার্থবুদ্ধি-থেকে কারু দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে, তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতর এসে বাসা বেঁধেছে। তখনই কালবিলম্ব না-করে ওই পাপ-প্রবৃত্তি ভেঙ্গে' চুরে' ঝাঁটিয়ে সাফ ক'রে দিলে তবে নিস্তার,- নইলে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

দোষ দেখিয়ে দুষ্ট হইও না- আর তোমাতে সংলগ্ন সবাইকে দুষ্ট করিয়া তুলিও না।

তোমার নজর যদি অন্যের কেবল কু-ই দেখে, তবে তুমি কখনই কাউকে ভালবাসতে পারবে না। আর যে সং দেখতে পারে না, সে কখনই সং হয় না।

তোমার মন যত নির্মল হ'বে, তোমার চক্ষু তত নির্মল হ'বে,- আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হ'য়ে ভেসে উঠবে।

পরিনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া,-আর পরের সুখ্যাতি করার অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হ'য়ে পড়ে।

যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা থাকে তবে বিশ্রীকেও সুন্দর দেখ।

কখনও নিন্দা ক'রো না, কিন্তু অসত্যের প্রশ্রয় দিও না! তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্ক-জড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না-পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোন মতামত প্রকাশ না করে। আর মনে-মনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃণা করতে চেষ্টা কর এবং ভবিষ্যতে কুৎসা- নরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও।

নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা' ত্যাগ করতে না-পার, তবে কোন-মতেই তার সমর্থন ক'রে অন্যের সর্বনাশ ক'রো না।

তুমি যাই দেখ না কেন-অন্তরের সহিত সর্বোত্তম তা'র ভালটুকুই দেখতে চেষ্টা কর,-আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত ক'রে ফেল।

তা'ই ব'লে কোন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই,- সে তো খোসামোদ! সে ক্ষেত্রে মন-মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তা'তে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়।

ভালমন্দ বিচার ক'রে বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়ে সৎ-এ (গুরুতে) আকৃষ্ট হও- নির্বিলে সফল হ'বে নিশ্চয়।

তুমি যদি সৎ হও,- তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হ'য়ে পড়বে,- আর যদি অসৎ হও,-তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেহই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হ'য়ে চারদিকেই অসৎ করে ফেলেছ।

স্বাধীন মত

সত্যদর্শীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর এবং বিনয়ের সাহিত স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বই পড়ে, বই হ'য়ে যেও না, - তা'র * essence কে মজ্জাগত করতে চেষ্টা কর। +Pull the husk to draw the seed.

উপর-উপর দেখেই ছেড়ো না বা কোনো মত প্রকাশ ক'রো না,- কোন- কিছুই শেষ না-দেখলে তা'র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় না,- আর না-জানলে তুমি তা'র বিষয়ে কী মত প্রকাশ করবে?

যা'ই কর না কেন- তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই- তা'কে আগাগোড়া জানা, আর তা-ই জ্ঞান।

যা' তুমি জান না এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না।

তুমি ঠিক-ঠিক জেনো যে তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

* সার। + তুষটা ফেলে শস্যটা নিতে হয়।

নিষ্কাম কৰ্ম

কাজ ক'ৰে যাও, কিন্তু আবদ্ধ হ'য়ো না। যদি বিষয়ের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পার, আর সে পরিবর্তন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়,- তবে ঠিক জেনো তুমি আবদ্ধ হয়েছ।
নিজের জন্য যা' করা যায় তাই সকাম, আর অন্যের জন্য যা' করা যায় তা-ই নিষ্কাম। কারো জন্য কিছু না চাওয়াকেই নিষ্কাম বলে- শুধু তা' নয়কো।

চন্দ্র মঞ্চ

কোন প্রকার সংস্কারেই আবদ্ধ থেকে না। একমাত্র পরমপুরুষের সংস্কার ছাড়া যা'-কিছু সবই বন্ধন।
দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেয়ো না। অন্য প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হয় এমনতর করো;- দেখবে সব তোমার হ'য়ে যাচ্ছে।
চল, এগিয়ে যাও, রাস্তা ভেবেই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ো না, তা-হলে আর যাওয়া হ'বে না।
তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা কর, অপরকেও তেমনই দিতে চেষ্টা কর;- এমনতর বুঝে' চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনিই সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালবাসবে।
নিজে ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশী করতে চেষ্টা কর, দেখবে সবাই তোমাকে খুশী করতে চেষ্টা করছে।
সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশী করতে যেও না, তা-হ'লে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না!
এগিয়ে যাও- কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কতদূর এগিয়েছ, তা-হ'লে আবার পিছিয়ে পড়বে।
যত পার সেবা কর, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।
অনুরোধ কর, কিন্তু হুকুম দিতে যেও না।
ধীরে হও-তাই ব'লে আলসে দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে প'ড়ো না।
ক্ষিপ্ৰ হও, কিন্তু অধীর হ'য়ে বিরক্তিকে ডেকে এনে সব নষ্ট ক'রে ফেলো না!
বীর হও, কিন্তু হিংস্রক হ'য়ে বাঘ-ভালুক সেজে ব'সো না।
স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, গোঁয়ার হ'য়ো না।
তুমি নিজে সহ্য কর, কিন্তু যে পারে না তাকে সাহায্য কর, ঘৃণা ক'রো না,-সহানুভূতি দেখাও, সাহস দাও!
নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কৃপণ সাজ, কিন্তু অপরের বেলায় দাতা হও।

অদৃষ্ট

তোমার দর্শনের, জ্ঞানের পাল্লা যতটুকু, অদৃষ্ট ঠিক তারই আগে। দেখতে পাচ্ছ না, জানতে পাচ্ছ না-তাই অদৃষ্ট।
তোমার শয়তান অহঙ্কারী আহাম্মক 'আমি'-টাকে বের ক'রে দাও, পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, অদৃষ্ট কিছুই করতে পারবে না।
পরমপিতার ইচ্ছাই অদৃষ্ট। তোমার সব অবস্থাতেই তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা বুঝে' সেই দিকেই বাস্তবভাবে চলতে থাক-
দেখবে কাতর হবে না, বরং কত সবলতা আসবে দুঃখেও আনন্দ পাবে।

কাজ ক'রে যাও, অদৃষ্ট ভেবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়ো না, আলসে হ'য়ো না। যেমন কাজ করবে, তোমার অদৃষ্ট তেমনি হ'য়ে দৃষ্ট হবে। সৎকর্মীর কখনও অকল্যাণ হয় না- একদিন আগে আর পাছে।
পরমপিতার দিকে তাকিয়ে কাজ ক'রে যাও। তাঁর ইচ্ছাই অদৃষ্ট, তা-ছাড়া আর-একটা অদৃষ্ট ফদৃষ্ট বানিয়ে বেকুব হ'য়ে ব'সে থেকো না।

অনেক লোক 'অদৃষ্টে নেই' ব'লে হাল ছেড়ে বসে থাকে, অথচ নির্ভরতাও নেই, শেষে সারাজীবন দুঃখে কাটায়-
ওসব আহাম্মকী।

তোমার তুমি গেলেই অদৃষ্ট ফুরুলো-দর্শনও নেই, অদৃষ্টও নেই।

ধর্ম

যা' নাকি অন্যের বাঁচা-বাড়াকে নিজেরই আদর্শ-নিষ্ঠ বাঁচা-বাড়ার মতন ক'রে, তেমনই-আকুল চাহিদায় সম্মুত
ক'রে, তোলে-মানুষের জীবনে, ধর্মের ভিত্তিই হ'চ্ছে তা-ই।

যা'র উপর যা'- কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে, তা-ই ধর্ম-আর তিনিই পরমপুরুষ।

যা'র উপর বিষয়ের অস্তিত্ব তা-ই ধর্ম। যতক্ষণ তা' জানা যায় নাই, ততক্ষণ বিষয়কে ঠিক ঠিক জানা হয় নাই।
ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল বিষয়ের মূল কারণ-যা' নাকি সবটাকে ধ'রে আছে-তা'কে জানা, আর তা-ই
জানাই জ্ঞান।

চাহিদা-প্রবল, অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। জীবনের উদ্দেশ্যে অভাবকে
একদম তাড়িয়ে দেওয়া-আর তা' শুধু কারণকে জেনে' করলেই হ'তে পারে।

কিসে অভাব যায়, আর তা' কেমন ক'রে- এই চিন্তাতেই পরিশেষে ধর্ম বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আসে।

ধর্ম কখনও বহু হয় না। ধর্ম একই, আর তার কোন প্রকার নেই। মত বহু হ'তে পারে, এমন-কি-যত মানুষ
তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম বহু হ'তে পারে না।

হিন্দু-ধর্ম, মুসলমান-ধর্ম, খ্রীস্টান-ধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও'সবগুলি মত।

কোন মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকম-ফের-একটাকেই নানা
প্রকারে এক-রকম অনুভব।

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য তবে তা' নানা প্রকারে হ'তে পারে, আর যতটুকু বিস্তারে যা' হয় তাই অনুভূতি-
জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর।

অহং ও অহঙ্কার

কোন-কিছুর দ্বারা প্রতিহত হ'লে যা' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা-ই অহং (ঝাবষভ)- অহংকে শক্ত করা
মানেই অন্যেকে না জানা।

অহঙ্কার যত ঘন, অজ্ঞানতা তত বেশী-আর অহং যত পাতলা, জ্ঞান তত উজ্জ্বল।

অহঙ্কার থেকেই আসক্তি আসে, আসক্তি থেকেই অজ্ঞানতা আসে-আর অজ্ঞানতাই দুঃখ।

দেহ থাকতে অহঙ্কার যায় না-আর ভাব থাকতেও অহং যায় না- তবে নিজের অহং আদর্শের উপর দিয়ে চখংরাব হ'য়ে যে যত আদর্শের ইচ্ছাপূরণে ধপঃরাবযু চলতে পারে, সে তত নিরহঙ্কার, এবং সে তত উদার। অহঙ্কার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি আনে কাম, কাম হ'তেই ক্রোধের উৎপত্তি আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা।

যদি ভাল চাও ত' জ্ঞানাভিমান ছাড়, আর সাবারই কথা শোন, আর যা' তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তা-ই কর। জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়-আর-কোন রিপু তত নয়।

অহংকে যত দূরে রাখবে, তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লার তত বিস্তার হবে।

যদি শিক্ষা দিতে চাও, তবে কখনই শিক্ষক হতে চেয়ো না। আমি শিক্ষক এই অহঙ্কারই কাউকে শিখতে দেয় না।

তুমি সোহহং-ই বল, আর ব্রহ্মস্মি-ই বল, কিন্তু ভক্তি অবলম্বন কর-তবেই সেই ভাব তোমাকে অবলম্বন করবে- নতুবা কিছুতেই কিছু হবে না।

অহঙ্কার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশী।

আগে নিরহঙ্কার হতে চেষ্টা কর, পরে 'সোহহং' বল, নচেৎ 'সোহহং' তোমাকে আরো অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে।

আন্তরিক দীনতার মত অহঙ্কারকে জন্ম করার আর কিছুই নেই।

অহংটা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই সর্বগুণসম্পন্ন নির্গুণ হয়।

অহংকার করো না, জগতে হীন হয়ে থাকতে হবে না।

নিজের গর্ব যত না-করা যায়, ততই মঙ্গল, আর আদর্শের গর্ব যত করা যায় ততই মঙ্গল।

অসৎ আদর্শে তোমার অহঙ্কার ন্যস্ত ক'রো না- তা- হ'লে তোমার অহঙ্কার আরও কঠিন হবে।

গরীয়ান্ হও, কিন্তু গর্বিত হইও না।

যদি মুক্তি করিতে চাও-তবে নিজে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি হও।

অহঙ্কার ত্যাগ কর- সৎস্বরূপে অবস্থান করতে পারবে। বিনয়ের মত সম্মোহন-কারক আর কিছুই নেই।

দীনতাকে অন্তরে স্থান দাও-অহংকার তোমার কিছুই করতে পারবে না।

দীনতাহীন অহঙ্কারী ধনী প্রায়ই অবিশ্বাসী হয়, আর তার হৃদয়ে স্বর্গের দ্বার খোলে না।

পরমপিতাই তোমার অহঙ্কারের বিষয় হউন-আর তুমি তাঁ'তেই আনন্দ উপভোগ কর।

তুমি তার ইচ্ছাধীন হও, তোমার ইচ্ছাধীন তাঁকে করিতে চেষ্টা করিও না- কারণ তোমার নিকট তিনিই সুন্দর।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব খারিজ ক'রো না। তা-হ'লে শান্তিতে সমবেদনা ও সাহায্য পাবে না।

তোমার বন্ধু যদি অসৎ হয়, তাকে ত্যাগ ক'রো না, বরং প্রয়োজন হলে তার সঙ্গ বন্ধ কর; কিন্তু অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে বিপদে আপদে কায়মনোবাক্যে সাহায্য কর, আর অনুতপ্ত হ'লে আলিঙ্গন কর।

তোমার বন্ধু যদি কুপথে যায়, আর তুমি যদি তাকে ফিরাতে চেষ্টা না-কর বা ত্যাগ কর,-তার শান্তি তোমাকেও ত্যাগ করবে না।

বন্ধুর কুৎসা রটিও না, কোনপ্রকারে অন্যের কাছে নিন্দা ক'রো না- কিন্তু তাই ব'লে তার নিকট তা'র কোন মন্দের প্রশয় দিও না।

বন্ধুর নিকট উদ্ধত হ'য়ো না, কিন্তু প্রেমের সহিত অভিমানে তা'কে শাসন কর।

বন্ধুর নিকট কিছু প্রত্যাশা রেখো না; কিন্তু যা' পাও, প্রেমের সহিত গ্রহণ ক'রো। কিছু দিলে পাওয়ার আশা রেখো না- কিন্তু কিছু পেলে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো।

ব্যবহারের নয়টি মন্ত্র

- ১) যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে ততদিন তুমি একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো-আর তা' যদি না-কর, তোমার চাইতে হীন আর কে?
- ২) তোমার গালে চড় মারলে যদি বলতে পারত্নকে কাকে মারে' তবে অন্যের বেলায় বল-ভালই। খবরদার, নিজে যদি না-ভাবতে পার, তবে অন্যের বেলায় বলতে যেও না।
- ৩) যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সাজো, অন্যের বেলায় ব্রক্ষজ্ঞানী সেজো না।
- ৪) বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রক্ষজ্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সংসারী সাজো-এমন ভেলও ভালো।
- ৫) যদি মানুষ হ'তে চাও তো নিজের দুঃখে হাসো আর পরের দুঃখে কাঁদো।
- ৬) নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ কর, তবে কখনো কাউকে 'মর' ব'লো না।
- ৭) হাসো- কিন্তু বিদ্রোপে নয়। কাঁদো-কিন্তু আসক্তিতে নয়-ভালবাসায়, প্রেমে।
- ৮) বল-কিন্তু আত্মপ্রশংসার বা খ্যাতি-বিস্তারের জন্য নয়। তোমার চরিত্রের কোন উদাহরণে যদি কারো মঙ্গল হয়, তবে তার নিকট তা' গোপন রাখো না।
- ৯) তোমার সংস্কার কৰ্মে ফুটে' উচুক-কিন্তু আপন ভাষায় ব্যক্ত না-হয়, নজরে রেখো।

সৎ ও মত্য়

যাহার অস্তিত্ব আছে এবং তাহার বিকাশ আছে তাহাই সত্য (জবধষ)।

বাঁচাটাকে বা থাকাটাকে যে ভাব বা অবস্থায় বিকশিত, প্রকাশিত ও বর্দ্ধিত করে তোলে-সেই হচ্ছে সত্যের প্রকৃত চেহারা।

তা' হ'লেই বাঁচা ও থাকার বিকাশ, প্রকাশ ও বর্দ্ধন করে যা' তা'-ই যদি সত্য হয়-আবার ঐ বাঁচাবাড়া যা'তে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তা'কেই যদি হিত বলে, তবে যা' লোকহিতপ্রদ তাইত সত্য হবে-না কি?

সত্যকে দেখতে হলেই তাকিয়ে বুঝে' দেখতে হবে কিসে অন্যের বাঁচা-বাড়াকে অবসন্ন ও নিহত না ক'রে নিজের বা কারুর বাঁচা-বাড়াকে পুষ্ট ও তুষ্ট করে তুলতে পারা যায়-আর তেমনি করে তা-ই কথা ও করাই হচ্ছে সত্য কথা ও সদাচার করা; আর এর পরিপন্থী যা-কিছু তা' সবই মরণপন্থী, তাই মিথ্যা।

সৎ-এ তোমার আসক্তি সংলগ্ন কর-অজ্ঞাতসারে সৎ হবে; তুমি আপনভাবে সৎ চিন্তায় নিমগ্ন হও, তোমার অনুযায়ী ভাব আপনিই ফুটে' বেরাবে।

সত্য বল, কিন্তু সংহার এনো না।

স্পষ্টবাদী হও, কিন্তু মিষ্টিভাষী হও।

অসৎচিন্তা যেমন চাহনিতে, বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ইত্যাদিতে ফুটে' বেরোয়, সৎচিন্তাও তেমনি উত্তরূপে ফুটে' বেরোয়।

সৎকথা বলা ভাল, কিন্তু ভেবে তদনুযায়ী চ'লে অনুভব করা আরো ভাল।

বলতে বিবেচনা ক'রো, কিন্তু ব'লে বিমুখ হ'য়ো না। যদি ভুল ব'লে থাক, সাবধান হও-ভুল ক'রো না।

অসৎসকথা বলার চেয়ে সৎকথা বলা ভাল নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে কাজ করা ও অনুভব না থাকলে কি হলো?- বেহালা, বীণা যেমন বাদকানুগ্রহে বাজে ভাল, কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব করতে পারে না।

সত্যকে আশ্রয় কর, আর অসত্যের অনুগমন ক'রো না-শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না।

যাঁহার মন সৎ বা একাসক্তিতে পূর্ণ তিনিই সৎ বা সতী।

তোমার মন সৎ-এ বা ব্রহ্মে বিচরণ করুক, কিন্তু শরীরকে গেরুয়া বা রংচং-এ সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ো না- তা'হ'লে মন শরীরমুখী হ'য়ে পড়বে।

সৎচিন্তায় নিমজ্জিত থাক, সৎকর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হ'য়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবেই করবে।

অসৎচিন্তায় কুজ্ঞান বা অজ্ঞানতা বা মোহ জন্মে, তা' পরিহার কর- দুঃখ হ'তে রক্ষা পাবে।

তুমি অসৎ-এ যতই আসক্ত হবে ততই স্বার্থ- বুদ্ধিসম্পন্ন হবে, আর ততই কুজ্ঞান বা মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়বে- আর রোগ-শোক, দারিদ্র্য, মৃত্যু ইত্যাদি যন্ত্রণা তোমার উপর ততই আধিপত্য করবে - ইহা নিশ্চয়।

কুর্কর্ম ও সাধনা

যে কর্মে মনের প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম, আর যাতে মনে সংস্কার, গোঁড়ামী ইত্যাদি আনে- ফলকথা, যা'তে মন সঙ্কীর্ণ হয় তাই কুকর্ম।

যে কর্ম মানুষের কাছে বলতে মুখে কালিমা পড়ে তা' করতে যেও না। গোপন যেখানে ঘৃণা লজ্জা ভয়ে- সেইখানেই দুর্বলতা সেইখানেই পাপ।

যে সাধনা করলে হৃদয়ে প্রেম আসে তাই কর, আর যা'তে ক্রুরতা, কঠোরতা, হিংসা তা' আপাততঃ লাভজনক হ'লেও তার কাছে যেও না।

মাফল্যের দ্বাদশ মন্ত্র

- ১) জীবনকে যেভাবে বলি দেবে, নিশ্চয় তেমনতর জীবন লাভ করবে। একটা চাইতে গিয়ে দশটা চেয়ে ব'সো না। একেরই যা'তে চরম হয় তাই কর। সবগুলিই রক্ষা পাবে।
- ২) উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হও আর প্রশান্তচিত্তে সমস্ত সহ্য কর-তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।
- ৩) হৃদয় দাও, কখনও হ'টে যেতে হবে না।
- ৪) নির্ভর কর, কখনো ভয় পাবে না।
- ৫) বিশ্বাস কর, অন্তরের অধিকারী হবে।

- ৬) সাহস দাও, কিন্তু শঙ্কা জাগিয়ে না-দিতে চেষ্টা কর।
৭) ধৈর্য্য ধর, বিপদ কেটে যাবে।
৮) কেহ তোমাকে দোষী করবার পূর্বেই কাতরভাবে নিজদোষ স্বীকার কর-মুক্তকলঙ্ক হবে, জগতের স্নেহের পাত্র হবে।
৯) সংযত হও, কিন্তু নির্ভীক হও।
১০) সরল হও, কিন্তু বেকুব হ'য়ো না।
১১) বিনীত হও, তাই ব'লে দুর্বলহৃদয় হ'য়ো না।
১২) সাধু সেজো না, সাধু হ'তে চেষ্টা কর।

আদর্শ

আদর্শ যত উচ্চ বা উদার হয় ততই ভাল, কারণ যত উচ্চতা বা উদারতার আশ্রয় নিবে, তুমিও তত উচ্চ ও উদার হবে।

তুমি লতার স্বভাব অবলম্বন কর, - আদর্শরূপ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধ'রে বাড়তে চেষ্টা কর- সিদ্ধকাম হবে।

স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময়ে আদর্শে দোষারোপ করে, সন্দেহ এনে দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ আদর্শে দোষ দেখো না, সন্দেহ ক'রো না, অবিশ্বাস ক'রো না-করলে আত্মোন্নয়ন হবে না।

যে- আদর্শের ইষ্টানুরাগ বাস্তবভাবে অটুট ও আশ্রয় হ'য়ে ওঠেনি-তার অনুসরণ ক'রো না, করলে আত্মোন্নয়ন হবে না।

আদর্শের দোষ-ইষ্টস্পর্ধী মূঢ় অহংকার, স্বার্থচিন্তা, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাবিহীন অশ্রম।

অনুসরণকারীর দোষ-ফন্দিবাজি, বৃত্তিস্বার্থযুক্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস ও স্বার্থবুদ্ধি।

যদি তোমার আদর্শের কথা বলতে আনন্দ, শুনতে আনন্দ, তাঁর চিন্তায় আনন্দ হয়, তাঁর হুকুম পেলে আনন্দ, তাঁর আদরে আনন্দ ও আনাদরেও আনন্দ হয়, তাঁর নামে হৃদয় উথলে উঠে-আমি নিশ্চয় বলছি তোমার উন্নয়নের জন্য আর ভেবো না।

তুমি যত-তোমার আদর্শপ্রাণতায় উন্নত হ'তে পারে এমনতরভাবে-লোকের সেবা করবে, তত তাদের যথাসর্বস্বের অধিকারী হবে।

অভ্যাস

মানুষের বোধ, চিন্তা বা কল্পনার ভিতর যেগুলি থাকে তাকে বাস্তবতায় বা বিদ্যমানতায় আনতে পুনঃ পুনঃ তা' কাজের ভিতর দিয়ে করবার ঝোঁক-যা'তে তা'কে যথাযথভাবে থাকায় পর্যবসিত করা যেতে পারে-তাকেই অভ্যাস বলা যায়।

চিন্তাপ্রসূত কোন-কিছুকে তদনুপাতিক বাস্তবতায় পরিণত করতে গেলে তা' করার ঝোঁককে এমনতর রকমে বাড়তে হবে যাতে তা'না-ক'রেই থাকা যায় না।

এই বাস্তবতায় পরিণত করতে যে ঝোঁকের প্রয়োজন-যা' দিয়ে তা' যথাযথভাবে করতে প্রয়াসশীল করে তোলে, না-করেই থাকা যায় না-কিছু করতে হলেই তা' চাই-ই, আর তাই-ই অভ্যাস।

তুমি যদি তোমার মনোমত কিছু করতেই চাও, তা'-হলে তোমার করার ঝোঁককে এমনতর বাড়িয়ে তোল যা'তে না-ক'রেই থাকতে পার না। এক-কথায় যা'কে অভ্যাস বলা যাচ্ছে তা যেমন, ক'রে করতে হয় তা' করতেই হবে-কিছুতেই তা' ছেড়ো না। দেখবে-করার ফল তোমাকে অভিনন্দিত করবেই করবে।

এই ঝোঁককে যদি বাড়াতে চাও, তোমার চিন্তার চয়নগুলিকে এমনতর প্রকৃষ্টভাবে অনুকূল ও আশাপ্রদ ক'রে আপনার ক'রো নাও-যা'তে তুমি এমনতরভাবে তার প্রলোভন-মুগ্ধ হ'য়ে ওঠ যে যতক্ষণ না করতে পাচ্ছ, তোমার ভিতরটা একটা জ্বরদস্তি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে-আর সেই ছটফটানিতে যা' করতে যাচ্ছ তা' ছাড়া আর-কিছুই ভালোই লেগে উঠছে না-দেখবে এই ঝোঁকের তোড় যেমনতর হ'য়ে উঠবে, তোমার করাটাও তেমনতর নিরবচ্ছিন্ন জ্বলজ্বলে হ'য়ে উঠবে।

শুরু

যাঁর কোন মূর্ত আদর্শে কর্মময় অটুট আসক্তি সময় ও সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান্ ক'রে তুলেছে,- যাঁর কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে ভেদ ঐ আদর্শেই সার্থক হ'য়ে উঠেছে-তিনিই সদগুরু।

যিনি প্রেমের অধিকারী, নিঃসন্দেহচিন্তে তাঁরই অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে।

সদগুরুর শরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন কর, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় নিয়ে তেমনি ক'রেই চলতে থাক-আমি নিশ্চয় বলছি, তোমাকে তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না।

গুরুমুখী হ'তে চেষ্টা কর, আর মনের অনুসরণ ক'রো না-উন্নতি তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করবে না।

গুরুকে আমার ব'লে জানতে হয়-মা, বাপ, পুত্র ইত্যাদি বাড়ীর লোককে ভাবতে গেলে যেন তাঁর মুখও মনে পড়ে।

সব সময় তাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা কর, তিনি যা' বলেন যত্নে তা' রক্ষা ক'রে অভ্যাসে চরিত্রগত করতে নিয়ত চেষ্টা কর-আর তাই সাধনা।

তুমি গুরুতে বা সৎ-এ চিত্ত সংলগ্ন ক'রে আত্মোন্নয়নে যত্নবান্ হও, অন্যে তোমার বিষয়ে কি বলছে দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ো না-তা হ'লে আসক্ত হ'য়ে পড়বে-আত্মোন্নয়ন হবে না।

যদি পরীক্ষক সেজে অহঙ্কার নিয়ে সদগুরু কিংবা প্রেমী সাধুগুরুকে পরীক্ষা করতে যাও, তবে তুমি তাঁতে তোমাকেই দেখবে, ঠ'কে আসবে।

সদগুরুকে পরীক্ষা করতে হ'লে-তাঁর নিকট সঙ্কীর্ণ সংস্কার-বিহীন হ'য়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে, দীন এবং যতদূর সম্ভব নিরহঙ্কার হ'য়ে যেতে পারলে তাঁর দয়ায় সম্ভুষ্ট হওয়া যেতে পারে।

তাঁকে অহং-এর কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিং-এ খণ্ডবিখণ্ড হন।

হীরক যেমন কয়লা-প্রভৃতি আবর্জনারূপে থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না-করলে তার জ্যোতিঃ বেরোয় না, তিনিও তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়।

প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর-তিনি আপনি প্রকট হবেন।

অহঙ্কারীকে অহঙ্কারী পরীক্ষা করতে পারে। গলিত অহংকে কি ক'রে সে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিছুতকিমাকার-যেমন অজ-মুখের কাছে মহাপণ্ডিত।

কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা ক'রো না, কিন্তু সর্বদা তাঁর অনুসরণ কর।

গুরু হ'তে চেয়ো না, গুরুমুখ হ'তে চেষ্টা কর-আর গুরুমুখতাই জীবনের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা।

সদগুরুর আদেশ পালনের মত আর মন্ত্র কী আছে? যিনি ছলে বলে কৌশলে -যেমন-ক'রেই হো'ক-না-কেন-সর্বভূতের মঙ্গলচেষ্টায় যত্নবান, তাঁরই অনুসরণ কর-মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে।

যিনি কোন-প্রকার কাহাকেও দুঃখ দেন না-অথচ অসৎ-এরও প্রশয় দেননা-তাঁরই অনুসরণ কর, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে।

শিষ্য

অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরও দুর্ভাগ্য, কারণ যষ্টিই অনেকটা চক্ষুর কাজ করে।

স্কুলে গেলেই তা'কে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তা'কে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ-পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই। তিনি যা-ই ব'লে দেবেন তা-ই করতে হবে-বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে।

যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করেছে, সে কখনই বিফল হয়নি।

শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্য্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য ক'রে চলা।

তাঁর ভর্তসনার ভয় রাখার চেয়ে ভালোবাসার ভয় রাখাই ভাল-আমি যদি অন্যায় করি তবে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগবে।

যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হ'য়েছে, মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে তাঁর হৃদয়ে শক্তি এসেছে।

খবরদার,- কাউকে হুকুম ক'রে কিংবা চাকর-বাকর দিয়ে গুরুর সেবাপ্রার্থনা করাতে যেও না-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়ো না।

মা নিজের হাতে ছেলেপিলেদের যত্ন ক'রে ব'লে ছেলের উপর অশ্রদ্ধা আসে না-তাই অত ভালবাসা।

নিজ হাতে গুরুসেবা করলে অহঙ্কার পাতলা হয়, অভিমান দূরে যায়, আর প্রেম আসে।

চালকে অবিশ্বাস

যাঁকে তুমি চালকরূপে মনোনীত ক'রে নিয়েছ, তাঁর কাছে তোমার হৃদয়ের কোন কিছু গোপন রেখো না।

গোপন ক'রলে তাঁকে অবিশ্বাস করা হবে-আর অবিশ্বাসেই অধঃপতন।

‘চালক অন্তর্যামী’ যদি ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হয়, তবে তুমি কুকার্য্যই করতে পারবে না। আর যদি করেই ফেল-তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। আর গোপন করতে ইচ্ছা হ'লেই জেনো তোমার হৃদয়ে দুর্বলতা এসেছে এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ ক'রেছে সাবধান হও, নতুবা অনেক দূর গড়াবে।

তুমি যদি গোপন কর, তোমার সৎ-চালকও গা-ঢাকা দেবেন; আর তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত কর, উন্মুক্ত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবেন-ইহা নিশ্চয়।

গোপন অভিপ্রায়ে চালককে 'অন্তর্যামী সবই জানতে পারছে' বলে চালাকি করলে নিজেই পতিত হবে দুর্দশায় ঘিরে ধরবে।

সৎ চালক পাতলা অহংযুক্ত। তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতা কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না, এবং সেইজন্য তোমার ভাবানুযায়ী তোমাকে অনুসরণ করবেন-আর এই-ই সৎচালকের স্বভাব। যদি সৎ-চালক অবলম্বন করে থাক-যাই কর, তা' যদি এমনতর অন্যায়ও হয় যা'তে তোমার অস্তিত্ব এতখানি ক্ষীণও হ'য়ে থাকে যাতে কোনক্রমে তাঁর ইচ্ছার অনুসরণ করতে পার-ভয় নাই, মরবে না, কিন্তু কষ্টের জন্য রাজি থাকো।

কাজের ক্ষেত্র

হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভালো।

যে যেমন বলে তেমনই করে সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী, যে বলায় কম কাজে বেশী সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী, যে বলে বেশী কাজে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী-আর যার বলতেও আলস্য, করতেও আলস্য সেই অধম।

দৌড়ে যাও কিন্তু হাঁপিয়ে যেও না, আর হোচট খেয়ে যাতে না-পড় দৃষ্টি রেখো।

যে-কার্য্যে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসছে, নিশ্চয় জেনো তা' পণ্ড হওয়ার মুখে।

কার্য্যসাধনের সময় তা' হতে যে বিপদ আসবে তা'র জন্য রাজি থাকো, বিরক্ত বা অধীর হ'য়ো না। অনুসন্ধিৎসার সহিত যেমন ক'রে তাকে জয় করতে পার, তেমনি ক'রে তাই-ই ক'রে চল-সফলতা তোমার দাসী হবে।

চেষ্টা কার, দুঃখ ক'রো না, কাতর হ'য়ো না, সফলতা আসবেই।

কার্য্যকুশলের চিহ্ন দুঃখের প্রলাপ নহে।

উত্তেজিত মস্তিষ্ক ও বৃথা আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা-দুইটাই অসিদ্ধির লক্ষণ।

বিপদকে ফাঁকি দিয়ে ও পরাস্ত করে সফলতা-লক্ষ্মী লাভ কর, বিপদ যেন তোমায় সফলতা থেকে বঞ্চিত না করে।

সুখ কিংবা দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করতে পারে-বরং আরো গন্তব্যে আশ্রয় ক'রে তোলে,-তবে তুমি নিশ্চয় গন্তব্যে পৌঁছাবে সন্দেহ নাই।

বিশ্বাস

যে-ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের মত আর সিদ্ধি নেই।

গভীর বিশ্বাসে সবই হ'তে পারে। বিশ্বাস কর; সাবধান! অহঙ্কার, অধৈর্য্য ও বিরক্তি না আসে-আর চলও তেমনি-যা' চাও তাই-ই হবে।

কর্ম্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে;-যেমনতর বিশ্বাস, কর্ম্মও তেমনতর হয়।

বিশ্বাস যুক্তি-তর্কের পার,-যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তি-তর্ক তোমার সমর্থন করবেই করবে।

তুমি যেমনতর বিশ্বাস করবে, যুক্তি-কর্ত তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে।

বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হবে কি-ক'রে?

যদি বিশ্বাস না-কর তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না-আবার, ঐ দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা ক'রে দেয়।

বিশ্বাসই বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে,-আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়।

তুমি পণ্ডিত হতে পার;-কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও, তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মত নিশ্চয়।

যে রূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে।

বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই;- যাঁর বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্ছে, তার মন তত উচ্ছে, জীবন তত গভীর।

বিশ্বাস বুদ্ধির গভীর বাহিরে, বিশ্বাস-অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হাঁ না আছে, সংশয় আছে-বিশ্বাসে হাঁ না নেই, সংশয় নেই।

ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তি-তর্ক বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম। যার বিশ্বাস যত কম, সে তত টহফবাবঘড়ঢ়বফ, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ।

বিশ্বাসীকে অনুসরণ কর, ভালবাস, তোমাতেও বিশ্বাস আসবে।

‘আমার বিশ্বাস নেই’-এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীনবিশ্বাস হ'য়ে পড়ে।

যে সৎ-এ বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসৎ-এ বিশ্বাসী অসৎ হ'য়ে পড়ে।

তুমি যদি পাকা বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস অনুযায়ী ভাব-ছাড়া জগতে কোন বিরুদ্ধ ভাব, কোন মন্ত্র, কোন শক্তি তোমাকে অভিভূত যা যাদু করতে পারবে না-নিশ্চয় জেনো;

কথায় আছে ‘বীরভোগ্যা বসুন্ধরা’-তা’ ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ-এই তিনটিই বীরত্বের লক্ষণ।

শ্রদ্ধা

যখনই কাউকে দেখলে, বা কারু কথা শুনলে, ভাবলে হৃদয়ে একটা ‘আসান’-ভরা উন্নত হর্ষ-উদ্বেলনের ভাব ও চিন্তাময় অনুরাগের ধারা ও ধৃতি ব'য়ে তোমার তাঁতে কর্মপ্রবণ, বিনীত, আকাজক্ষিত ও আসক্ত ক'রে তোলে-তোমার শ্রদ্ধা যে সেখানে আছে তা' কিন্তু ঠিকই।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই-একটি এলে আর একটাও আসে।

নিষ্ঠা

বিশ্বাস না এলে নিষ্ঠা আসে না- আর নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি আসতে পারে না।

নিষ্ঠা রেখো, কিন্তু গোঁড়া হ'য়ো না। বরং নিষ্ঠায় গোঁড়া হও-আর যাঁতে নিষ্ঠা আছে তাঁকে দুনিয়ার যা-কিছু স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করে এমনতর লওয়াজিমা দেখলেই সানন্দে সুষ্ঠু আলিঙ্গনে সেবাতৎপর হ'য়ে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ ক'রো।

তুমি যেমনতর নিঃসংশয়ে নিশ্চিত ও নিনড়ভাবে যাঁতে লেগে আছ, তোমার নিষ্ঠার ভাবোদ্দীপনী কর্মমুখর উজ্জ্বলতা তাঁতে ঠিক তেমনতর।

তাই, মানুষের ভাব ও কর্মের প্রকাশ দেখেই নিষ্ঠার রকমকে মেপে ফেলতে পারা যায়। তাই যে গোঁড়ামির গেরো বা গাঁট নিষ্ঠার অনুপূরক যা-কিছু সব-থেকে বঞ্চিত করে রাখে তা মানুষকে যাঁতে সে নিষ্ঠাবান এমন-কি তার ভিতরকার তাঁকে-শুদ্ধ অন্ধতমাতেই নিষ্কেপ করে থাকে।

তাই আবার যদি বলি, বরং নিষ্ঠায় যদি তুমি অতিমাত্রায় গোঁড়াও হও তাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সে গোঁড়ামি যেন যে বা যা-কিছু-তোমার নিষ্ঠা যাঁতে- তাঁকে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করে, সেই সবগুলিকে কিছুতেই কোন-রকম রুদ্ধ না-করে-নজর রেখো। প্রতিষ্ঠার অঙ্ক তোমার জীবনে চিরদিনই সিংহাসন হ'য়ে থাকবে।

সরলতা

সরল হও, কিন্তু বেকুব হ'য়ো না। তাই সরল মানেই হচ্ছে সোজা গনগনে অনুরাগওয়ালা গতিসম্পন্ন আদর্শপ্রাণতা-যা-কিছু সবই যেন আদর্শ-পরিপূরক আন্তরগে অভিদীপ্ত হ'য়ে আছে।

যদি সুবোধ হতে চাও, তোমাকে সরল হ'তেই হবে।

আদর্শে অযুক্ত ব্যক্তি সরল হ'লেও বেকুব, কম-মস্তিষ্ক হ'য়ে থাকে-তাদের বুদ্ধিমত্তার গোঁড়ামি থাকলেও মন-গড়া বেকুবী বোধের তরজমা দিয়ে কূটভঙ্গীতে আলেয়া- স্বচ্ছতায় দুনিয়ার যা-কিছুকে অনুবাদ করে থাকে।

তাই যে যেমন সরল, সে তেমন সুবোধ। আর যে সরল সেই শুধু টের পেতে পারে তার আশপাশে যত বাঁকা যত কুটিল তা' কেমনতর, কি মেকদারের,-তা' দিয়ে কি-ই বা করতে পারা যায়, আর কি-ই বা হতে পারে। আর যে নিজে বাঁকা, অন্য বাঁকাগুলি কেমনতর তা' কি ক'রেই বা মেপে দেখবে সে?

তাই যে যেমন অসরল, তা'র ভাবা, কওয়া ও করার ভিতর তেমনই চিরবিরোধ ও অসামঞ্জস্য-এটা ঠিকই জেনো। সরল সাধুতার মত আর চতুরতা নেই, যে যেমনই হোক না কেন, এ ফাঁদে ধরা পড়বেই পড়বে। ঐড়হবংগু রং গুব নবংগু ঢড়মরপু.

সন্দেহ

বিশ্বাস বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আক্রান্ত হ'লেই সন্দেহ আসে। বিশ্বাস সন্দেহ দ্বারা অভিভূত হ'লে মন যখন তাই সমর্থন করে, তখনই অবসাদ আসে।

প্রতিকূল যুক্তি ত্যাগ করে বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি শ্রবণ ও মননে সন্দেহ দূরীভূত হয়, অবসাদ থাকে না।

বিশ্বাস পেকে গেলে কোন বিরুদ্ধ ভাবই তাঁকে টলাতে পারে না।

প্রকৃত বিশ্বাসীর সন্দেহই বা কি করবে, অবসাদই বা কি করবে?

সন্দেহকে প্রশয় দিলে সে ঘুণপোকার মত মনকে আক্রমণ করে। শেষে অবিশ্বাসরূপ জীর্ণতার চরম মলিন দশা প্রাপ্ত হয়।

সন্দেহ অবিশ্বাসের দূত-আর অবিশ্বাসই অজ্ঞানতার আশ্রয়।

সন্দেহের নিরাকরন করে বিশ্বাসের স্থাপন করাই জ্ঞানপ্রাপ্তি।

সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে, আর অবিশ্বাসই জড়ত্ব।

তোমার মন-থেকে যে-পরিমাণে বিশ্বাস সরে যাবে, জগৎ সেই পরিমাণে তোমাকে সন্দেহ করবে এবং দুর্দশাও তোমাকে সেই পরিমাণে আক্রমণ করবে ইহা নিশ্চয়।

সন্দেহ এলে তৎক্ষণাৎ তা' নিরাকরণের চেষ্টা কর, আর সৎচিন্তায় নিমগ্ন হও- জ্ঞানের অধিকারী হবে, আর আনন্দ পাবে।

অবিশ্বাস-ক্ষেত্রে দুর্দশা বা দুর্গতির রাজত্ব। বিশ্বাস-ক্ষেত্রে বড়ই উর্বর। সাবধান! অবিশ্বাস-রূপ আগাছায় সন্দেহরূপ অঙ্কুর উঠতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা' উৎপাটন কর, নতুবা ভক্তিরূপ অমৃত-বৃক্ষ গজাতে পারবে না। সন্দেহের নিরাকরণ কর, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাতো, হৃদয়ে ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হোক !

ভক্তি

সৎ-এ নিরবচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টাকেই ভক্তি বলে।

বিশ্বাস যেমনতর, ভক্তি তেমনতরভাবে আসবে এবং জ্ঞানও তদনুযায়ী।

বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনই মূঢ়া হয় না। ভক্তিতে কোনকালে কোনরূপ দুর্বলতা নেই। ভক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী, ভক্তিবিশীন জ্ঞান বাচকজ্ঞান মাত্র।

ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে।

তুমি যদি সৎচিন্তায় সংযুক্ত থাকতে চেষ্টা কর, তোমার চিন্তা, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি উদার এবং সত্য হ'তে থাকবে আর সেই লক্ষণগুলিই ভক্তের।

ঐ মূলের দিকে অনুরক্তিই ভক্তি -আর ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়।

ভক্তি চিন্তকে সৎ-এ সংলগ্ন করতে চেষ্টা করে-আর তা-হ'তে যেরূপ উপলব্ধি হয় তাই জ্ঞান।

সঙ্কীর্ণতার নিকটে গেলে মন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বিস্তৃতির নিকটে গেলে মন বিস্তৃতি লাভ করে, তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয়, আর যত উদারতা ততই শান্তি।

ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানেই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়। সর্বভূতে আত্মবোধ হ'তেই আসে অহিংসা, আর অহিংসা হ'তেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে-কোন একটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে।

তুমি ভক্তিরূপ জল ত্যাগ ক'রে আসক্তি-রূপ বালির চড়ায় বহুদূর যেও না। দুঃখরূপ সূর্যোত্তাপে বালির চড়া গরম হ'লে ফিরে আসা মুশকিল হবে- অল্প উত্তপ্ত হ'তে হ'তে যদি না ফিরে আসতে পার তবে শুকিয়ে মরতে হবে।

জান ভক্তি

অবিশ্বাসী ও বহুনিষ্ঠকের হৃদয়ে ভক্তি আসতেই পারে না। ক্লীবত্ব, দুর্বলতা-অনেক সময় ভক্তির খোলস প'রে দাঁড়ায়-তা' হ'তে সাবধান হও।

একটু কাঁদলেই বা নৃত্যগীতাদিতে উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্যবিক্ষাদি করলেই যে ভক্তি হ'ল তা' নয়কো- সাময়িক ভাবোন্মত্ততাদি ভক্তের লক্ষণ নয়কো। ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহঙ্কারের চিহ্ন এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু-না-কিছু থাকবেই থাকবে, নতুবা ভক্তি আসে নাই।

দুর্বল ভাবোন্মত্ততা অনেক সময় ভক্তির মত দেখায়-সেখানে নিষ্ঠা নাই আর ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণ নাই।

যা'র হৃদয়ে ভক্তি আছে সে বুঝতে পারে না যে সে ভক্ত; আর দুর্বল, নিষ্ঠাহীন, শুধু ভাবপ্রবণ গাঢ় অহংযুক্ত হৃদয় ভাবে-আমি খুব ভক্ত।

অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্পন হ'লেই যে সেখানে ভক্তি এসেছে তা' নয়কো-ভক্তির ঐগুলির সঙ্গে তা'র স্বধর্ম চরিত্রগত লক্ষণ থাকবেই থাকবে।

অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্পন ইত্যাদি ভাবের লক্ষণ; তা' অনেক রকমের হ'তে পারে। ভক্তির চরিত্রগত লক্ষণের সঙ্গে যদি ঐ ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তবেই তা' সাত্ত্বিক ভাবেই লক্ষণ।

জাল-ভক্তি মোটা অহংকারযুক্ত, আসল ভক্তি অহঙ্কারমুক্ত অর্থাৎ খুব পাতলা অহঙ্কারযুক্ত।

জাল ভক্তিয়ুক্ত মানুষ উপদেশ নিতে পারে না, উপদেষ্টারূপে উপদেশ দিতেই পারে- তাই কেহ উপদেশ দিলে মুখে চট্টার লক্ষণ, বিরক্তির লক্ষণ, সঙ্গ-পরিহারের চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

আসল-ভক্তিয়ুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন নিতে একেবারেই গররাজি। যদি উপদেশ পায়, তার মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটে বেরায়।

আসক্তি আর ভক্তি

বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সৎ-এ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে।

স্বার্থবুদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায়ই লোভ-আর এই লোভই আসক্তি। যে নির্লোভ, সেই অনাসক্ত।

ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালবাসে।

আসক্তিতে স্বার্থে আত্মতুষ্টি, আর ভক্তিতে পরার্থে আত্মতুষ্টি।

ভক্তির অনুরক্তি সৎ-এ, আর আসক্তির নেশা বৃত্তিস্বার্থজ অহং-এ।

আসক্তি কামের পত্নী, আর ভক্তি প্রেমের ছোট ভগিনী।

প্রেম ও ভালবাসা

প্রেম ভক্তিরই ক্রমোন্নতি, ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম।

হৃদয়-বিনিময় ভালবাসার একটি লক্ষণ- আর তুমি যদি সেই হৃদয়ই গোপন কর, তবে এ নিশ্চয়ই যে তুমি স্বার্থভাবাপন্ন- তাঁকে কেবল কথায় ভালবাস।

বহু ভাল-লাগা যে এক ভাল-লাগাকে টলাইতে বা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না সেই ভাল-লাগাই প্রেমের ভগিনী।

প্রেমকে প্রার্থনা কর, আর হিংসাকে দূরে পরিহার কর-জগৎ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবেই হবে।

প্রেম কর, কিন্তু আসক্ত হ'য়ো না। খুব ভালবাস কিন্তু মাখামাখি ক'রো না।

প্রেমের মত আকর্ষণকারীই বা কে?

যে-কেহ প্রেমের জন্য জীবন দান করে, সে প্রেমের জীবন লাভ করে।

যদি প্রেম থাকে, তবে অপরকে 'আমার' বল, কিন্তু স্বার্থ রেখো না।

প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম কর।

বিস্তারে অস্তিত্ব হারাও, কিন্তু নিভে যেও না। বিস্তারই জীবন, বিস্তারই প্রেম।

তুমি যদি এমন শক্তি লাভ ক'রে থাক যা'তে চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত করতে পার, পৃথিবী ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করতে পার- আর যদি হৃদয়ে প্রেম না থাকে, তবে তোমার কিছুই হয়নি!

প্রিয়ের প্রতি ভালবাসা বা মঙ্গল-বিহীন কর্ম কখনই প্রেমের পরিচায়ক নয়।

প্রিয়তমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে না অথচ খুব ভালবাসি-এ কথাও যা', আর সোনার পিতলে ঘুঘুও তা-ই। স্বার্থবুদ্ধিই প্রায় উক্ত প্রকার ভালবাসে, তাই ঐ প্রকার নিকাম ধর্ম্মাক্রান্ত ভালবাসা দেখে' সাবধান হওয়া ভাল, নতুবা বিপদের সম্ভাবনাই অধিক।

ভালবাস-অথচ সে তোমার উপর জোর বা আধিপত্য, শাসন, অপমান, অভিমান কিংবা, জিদ ক'রলেই সুখ না-হ'য়ে বরং উল্টো হয়, বা মুছে যায়- আমি ব'লছি তুমি ঠ'কবে বা ঠ'কাবে নিশ্চয়-তা' তুমি যতদিন এমনতর থাক। তাই সাবধান হও।

যদি এতটুকু লোকনিন্দা, উপহাস, স্বজনানুরক্তি স্বার্থহানি, অনাদর, আত্ম বা পরগঞ্জনা তোমার প্রেমাস্পদ হ'তে তোমাকে দূরে রাখতে পারে, তবে তোমার প্রেম কতই লজ্জাকর-কতই ক্ষীণ-তা' নয় কি?

কামে গোপন আছে, কিন্তু ভালবাসায় ত' উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না!

একানুরক্তি, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা।

যাহার উপর তোমার ভাবা, করা ও বোধ যতখানি ও যেমনতর, তাহার উপর তোমার আসক্তি, টান বা ভালবাসা ততখানি ও তেমনতর।

যদি কোনদিন তোমার প্রেমাস্পদে সর্বস্ব বিকাইয়া নিমজ্জিত হইয়া থাক, আর ভাসিয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখ, তবে জোর করিয়া তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হইয়া বিগতপ্রাণ হও দেখিবে প্রেমাস্পদ কত সুন্দর, কেমন করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন।

তাঁকে দাও- চেয়ো না; পাইলে আনন্দিত হইও।

মিলনের আকুলতাকে কিছুতেই ত্যাগ করিও না, তাহা হইলে বিরহের ব্যথা মধুর হইবে না-আর দুঃখের ভিতর শান্তিকে অনুভব করিতে পারিবে না।

প্রেমের মোহ-বাধা পেলেই বুদ্ধি, প্রেমাস্পদের অত্যাচারেও ঘৃণা আসে না, বিচ্ছেদে সতেজ হয়, মানুষকে মূঢ় করে না, চিরদিন অতৃপ্তি, একবার স্পর্শ করিলে আর ত্যাগ হয় না, অপরিবর্তনীয়।

কামের মোহ-বাধায় ক্ষীণ, কাম্যের আত্যাচারে বা যেরূপ চাওয়া যায় সেরূপ না পাইলে ঘৃণা, বিচ্ছেদে ভুল, মানুষকে কাপুরুষ ও মূঢ় করিয়া তোলে, ভোগেই তৃপ্তি ও বিষাদ চিরদিন থাকে না, পরিবর্তনীয়।

জ্ঞান

অনুভূতির দ্বারা যা' জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞানের মত আর দৃষ্টি নেই।

জ্ঞানকেই বেদ বলে-আর বেদ অনন্ত। যে যতটুকু জানে সে ততটুকু বেদবিৎ।

যার পাকা বিশ্বাস নেই, তার অনুভূতি নেই-আর যাঁর অনুভূতি নেই, যে আবার পণ্ডিত কিসের ?

জ্ঞান ধাঁধাকে ধ্বংস করে,-মানুষকে প্রকৃত চক্ষু দান করে ।

জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে নির্দেশ করে; আর বস্তুর যে-ভাব জানলে জানা বাকী থাকে না তাই তাঁর স্বরূপ ।

অজ্ঞানতা মানুষকে উদ্ভিগ্ন করে, জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে । অজ্ঞানতা দুঃখের কারণ, আর জ্ঞানই আনন্দ ।

যার অনুভূতি যতটা, তাঁর দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ।

তুমি যতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হবে, ততটুকু শান্ত হবে । তোমার জ্ঞান যেমনতর, তোমার স্বচ্ছন্দে থাকবার ক্ষমতাও তেমনতর ।

তুমি ভক্তিরূপ তেলে জ্ঞানরূপ পল্তে ভিজিয়ে সত্যরূপ আলো জ্বালাও, - দেখবে কত ফড়িং, কত পোকা, কত জানোয়ার, কত মানুষ তোমাকে কেমন ঘিরে ধরেছে ।

আলস্য থেকে মূঢ়তা আসে, আর মূঢ়তাই অজ্ঞানতা ।

যে অনুভূতির খুব গল্প করে, অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না, তাঁর গল্পগুলি কল্পনামাত্র বা আড়ম্বর । যত ডুববে, তত বেমালুম হবে ।

যেমন ডালিম পাকলে আপনিই ফেটে যায়, তোমার অন্তরে সৎভাব পাকলে আপনিই ফেটে যাবে, তোমার মুখে তা' প্রকাশ করতে হবে না ।

আদর্শে গভীর বিশ্বাস না থাকলে নিষ্ঠাও আসে না, ভক্তিও আসে না । আর ভক্তি না হ'লে অনুভূতিই বা কি হবে, জ্ঞানই বা কি হবে- আর সে প্রচারই বা করবে কি?

নেতা

যে আগে ঝাঁপ দিয়েছে, আগে পথ দেখিয়েছে সে-ই নেতা; নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া যায়?

আগে অন্যের যথাসর্বস্ব টেলে দাও, দেশের পায়ে মাথা বিক্রয় কর-আর কার দোষ ব'লে দোষ দেখা ভুলে যাও, সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা-নতুবা, কেবল মুখে মুখে হয় না ।

যদি নেতা হ'তে চাও তবে নেতৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ কর, আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যথাসর্বস্ব পণ কর, আর যা' মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই ক'রে দেখাও-আর সকলকে প্রেমের সহিত বল, দেখবে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ করবে ।

নির্ভর কর, আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ ক'রে যাও । লক্ষ্য রেখো, তোমা হ'তে তোমার নিজের ও অন্যের কোনরূপ অমঙ্গল না আসে-দেখবে সৌভাগ্যলক্ষী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে ।

নাম-যশ

নাম-যশের আশায় কোনো কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয় । কিন্তু কোনো কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে গেলেই কার্যের অনুরূপ নাম-যশ তোমার সেবা করবেই করবে ।

ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা নিজেকে প্রচার করতে কাউকে অনুরোধ ক'রো না-তাহলে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে, আর তোমা হ'তে দূরে সরে যাবে ।

নাম-যশ আত্মানুয়নের ঘোর অন্তরায় । তোমার একটু উন্নতি হ'লেও দেখবে কেউ তোমাকে ঠাকুর বানিয়ে ব'সেছে, কেউ মহাপুরুষ বলছে, কেউ অবতার, কেউ সদগুরু ইত্যাদি বলছে, আবার কেউ শয়তান, বদমায়েস, কেউ ব্যবসাদার ইত্যাদি বলছে। সাবধান! তুমি এদের কারু দিকে নজর দিও না। তোমার পক্ষে এরা সবাই ভূত, নজর দিলেই ঘাড়ে চেপে বসবে, তা ছড়ানও মহামুঙ্কিল। তুমি তোমার মত কাজ ক'রে যাও, যা-ইচ্ছে তাই হোক।

নাম-যশ ইত্যাদির আশায় যদি তোমার মন ভক্তের আচরণ করে, তা' হ'লে তো মনে কপটতা লুকিয়ে রয়েছে- তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে বার করে দাও, তবেই মঙ্গল নতুবা সবই পণ্ড হবে।

ঠাকুর, অবতার কিংবা ভগবান ইত্যাদি হ'বার সাধ গেলেই তুমি নিশ্চয় ভণ্ড হ'য়ে পড়বে আর তাতে মুখে হাজার বল্লেও কাজে কিছুই করতে পারবে না। যদি ওরূপ ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে এখনি ত্যাগ কর, নতুবা অমঙ্গল নিশ্চয়!

তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতি তোমায় তেমনতর উপাধি নিশ্চয় দেবেন এবং নিজের ভিতরে তেমনতর অধিকারও দেবেন-ইহা নিজে প্রত্যক্ষ কচ্ছ তবে আর চাইবে কী! প্রাণপণে প্রকৃত হ'তে চেষ্টা কর। প'ড়ে না পাশ কল্লে কি ইউনিভারসিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে?

প্রচার

যা' মঙ্গল ব'লে জানবে, যা সত্য ব'লে জানবে মানুষকে বলবার জন্য বুক ফাটো-ফাটো হ'য়ে উঠবে,- মানুষ তোমাকে যা-ই বলুক না কেন, মনে কিছুই হবে না, কিন্তু মানুষকে সত্যমুখী দেখলে আনন্দ হবে-তবেই তাকে প্রচার বলি।

তুমি যদি কোন সত্য জেনে থাক-আর তা' যদি মঙ্গলপ্রদ ব'লে জান, প্রাণপণে তারই বিষয় বল এবং সবাইকে জানতে অনুরোধ কর-বুঝতে পাল্লে সবাই তোমার কথা শুনবে এবং তোমার অনুসরণ করবে।

তুমি যদি সত্য দেখে থাক, বুঝে থাক, তবে তোমার কায়মনোবাক্যে তা' ফুঠে বেরুবেই বেরুবে। তুমি তা'তে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না-সূর্য্যকে কি অন্ধকার ঢেকে রাখতে পারে?

তুমি সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ থাক, হৃদয়ে ভাব আপনিই উথ্লে উঠবে-আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত লোকের যে উন্নতি হবে তার কিনারা নেই।

আত্মপ্রচার

যে নিজেকে প্রচার করে সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে-আর যে সত্যে বা আদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে তার বিষয় বলে, সেই কিন্তু ঠিক ঠিক আত্মপ্রচার করে।

প্রকৃত সত্য-প্রচারকের অহঙ্কার তা'র আদর্শে, আর ভণ্ড-প্রচারকের অহঙ্কার আত্মপ্রচারে।

যখনই দেখবে মানুষ তোমাকে প্রশংসা করছে আর তা'তে তোমার বিশেষ কোন আপত্তি হচ্ছে না, মৌখিক এক একবার আপত্তি করছ বটে, মনে বিশেষ একটা- কিছু হচ্ছে না তখনই ঠিক জেনো অন্তরে চোরের মত হামবড়াই ঢুকেছে-তুমি যত শীঘ্র পার, সাবধান হও নতুবা নিশ্চয় অধঃপাতে যাবে।

প্রচারের অহঙ্কার প্রকৃত প্রচারের অন্তরায়।

তোমার ভিতরে যদি সত্য না থাকে, তবে হাজার বল, হাজার ভাণ কর, হাজার কায়দাই দেখাও তোমার চরিত্রে, তোমার মনে, তোমার বাক্যে তাঁর জ্যোতিঃ কিছুতেই ফুটেবে না। সূর্য যদি না থাকে, তবে বহু আলোও অন্ধকারকে একদম তাড়িয়ে দিতে পারে না।

সত্য-প্রচারক

যে সৎকেই চিন্তা করে, সৎকেই যাজন করে, সে সত্যেরই ভক্ত-সেই প্রকৃত প্রচারক।

ঠিক ঠিক বিশ্বাস, নির্ভরতা ও ভক্তি না থাকলে সে কখনই প্রচারক হতে পারে না।

প্রকৃত সত্য-প্রচারকই জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাজক্ষী। তার দয়ায় কত জীবের যে আত্মোন্নয়ন হয় তাঁর ইয়ত্তা নেই।

সেই প্রকৃত প্রচারক, যে আপন মহত্ত্বের কথা ভুলেও মুখে আনে না, আর শরীর দ্বারা সত্যের আচরণ করে, মনে সত্যচিন্তায় মুগ্ধ থাকে এবং মুখে মনের ভাবানুযায়ী সত্যের বিষয় বলে।

যেখানে দেখবে কেউ বিশ্বাসের, গর্বের সহিত সত্যের বিষয় বলছে, দয়ার কথা বলতে আনন্দে এবং দীনতায় অধীর হ'য়ে পড়ছে, প্রেমের সহিত আবেগভরে সবাইকে ডাকছে, আলিঙ্গন করছে-আর যে মুহূর্তে তাঁর মহত্ত্বের কথা কেউ বলছে, তা স্বীকার করছে না বরং দীন এবং স্তান হ'য়ে বুকভাঙ্গা মত হ'য়ে পড়ছে-খুবই ঠিক, তাঁর কাছে উজ্জ্বল সত্য আছেই আছে-আর তাঁর সাধারণ চরিত্রেও দেখতে পাবে সত্য ফুটে বেরুচ্ছে।

যে সত্য প্রচার করতে গিয়ে আপন মহত্ত্বের গল্প করে এবং সব-সময় আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত, আর নানারকমের কায়দা ক'রে নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায়,-যার প্রতি-অঙ্গসঞ্চালনে ঝলকে ঝলকে অহঙ্কার ফুটে বেরুচ্ছে,-যাঁর প্রেমে অহঙ্কার, কথায় অহঙ্কার, দীনতায় অহঙ্কার, বিশ্বাসে জ্ঞানে ভক্তিতে নির্ভরতায় অহঙ্কার, সে হাজার পণ্ডিত হোক, আর সে যতই জ্ঞান-ভক্তির কথা বলুক না কেন, নিশ্চয় জেনো সে ভণ্ড, তাঁর কাছ থেকে বহুদূরে স'রে যাও, শুনো না তাঁর কথা, কিছুতেই তাঁর হৃদয়ে সত্য নেই-মনে সত্য না থকলে ভাব কি ক'রে আসবে?

দান

দান কর, কিন্তু দীন হ'য়ে প্রত্যাশা না রেখে- তোমার অন্তরে দয়ার দরজা খুলে যাক।

দয়া হিসাবে দান অহঙ্কারের পরিপোষক।

যিনি কাতরভাবে তোমার দান গ্রহণ করেন, গুরুরূপে তিনি তোমার হৃদয়ে দয়া-ভাবের উদ্বোধন করেন, অতএব কৃতজ্ঞ হও।

যাকে দান করবে তাঁর দুঃখ অনুভব ক'রে সহানুভূতি প্রকাশ কর, সাহস দাও, সান্ত্বনা দাও, পরে যা' সাধ্য যত্ন-সহকারে দাও- প্রেমের অধিকারী হবে, দান সিদ্ধ হবে।

দান করে প্রকাশ যত না কর ততই ভাল, অহঙ্কার থেকে রক্ষা পাবে।

যাঞ্চকারীকে ফিরিয়ে না। অর্থ, না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্টি কথা, যা-হয় একটা দাও-হৃদয় কোমল হবে।

ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হও। অহঙ্কারী ধনী মলিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে।
ধনবান্ যদি অহঙ্কারী হয়, সে দুর্দশায় অবনত হয়।

করার অঙ্কিত

যেমন করিয়া যাহা পাইতে হয় তাহা না করিয়া সেজন্য দুঃখিত হইও না।

করার আগে দুঃখ করা না-পাওয়াকেই ডেকে আসেন।

নিশ্চয় জেনো, করাই পাওয়ার জননী। করাটা যখনই চাওয়াকে অনুসরণ করে, তাঁর কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়।

পেতে হ'লেই-তা' যাই হোক-শুনতে হবে তা' কি-করে পাওয়া যায়, আর ঠিক ঠিক তা' করতে হবে-না-ক'রে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হওয়ার চেয়ে বোকামী আর কি আছে?

প্রকৃতি তাদেরই ধিক্কার করে, যাঁরা নাকি প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য ক'রে পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে।

আর পরোক্ষ যাদের প্রত্যক্ষকে রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে তাঁরাই ফাঁকির অধিকারী হয়।

যোগ

কোন-কিছুতে যুক্ত হওয়া বা একমুখী আসক্তির নামই যোগ।

তুমি যদি যোগী হ'তে চাও তাহ'লে তোমাকে কোন আদর্শ, সঙ্গুরু বা কোন প্রিয়পরমে ঐ ভালবাসা বা আসক্তি দিয়ে এমনতরভাবে যুক্ত হ'তে হবে যাতে তুমি সব-সময় সর্বতোভাবে একটা নিনড় চলায়মান তৃপ্তি নিয়ে চলতে পার বা থাকতে পার-সে তোমার অটুট থাকলে দুনিয়ায় আর তোমার কিছুই প্রয়োজন নাই ঠিক এমনতর হ'য়ে।

আর ওরই সাথে সাথে তাঁর ইচ্ছা ও চাহিদার পরিপূরণ করে তাকে তুষ্ট ও পুষ্ট করার সন্দীপ্তিময়ী চাহিদা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে তোমার অন্তরকে এমনই ক'রে তুলবে যা'তে কাজে তার বাস্তব পরিণতি না ক'রে কিছুতেই তুমি থাকতে পার না।

আর এর-থেকেই তা' করার কলকৌশল, এৎফাঁকি বুদ্ধি পারিপার্শ্বিক দুনিয়াকে তেমনিভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তা' পরিপূরণ করার যা-কিছু রকম তোমার চিন্তা ও চরিত্রে ফুটে উঠে, তোমাকে তদনুপাতিক উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে-আর তুমি পারবেও তা' অনায়াসে। এই জন্যই বলে “যোগঃ কৰ্মসু-কৌশলম্।”

তীর্থ

যেখানে গমন করিলে মনের গ্রন্থির মোচন বা সমাধান হয় তাই তীর্থ।

কোন মহান পুরুষের সাহচর্য বা তাঁর ভাব ও কর্মের সে-সমস্ত বাস্তব অভিব্যক্তি জ্যোতিষ্মানভাবে তাঁকে ব্যক্ত করছে তাঁরই সংস্পর্শ-লাভ হচ্ছে তীর্থ-বৈশিষ্ট্য।

আর শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মানুষ যখনই সেখানে গমন করে তখনই সেই ভাব, কর্ম ও বোধের দীপ্তিতে তার বৃত্তিসমাহিত অন্তঃকরন বৃত্তির বাঁধন হ'তে অনেক পরিমাণেই উন্মুক্ত ও উত্তীর্ণ হ'য়ে উঠে ও পথ পায়-আর তাই হচ্ছে তীর্থের মহিমা।

যখনই তোমার পরিস্থিতি-সংঘাত-সংক্ষুব্ধ হৃদয় পরিশ্রান্ত অবশতায় পথহারা হ'য়ে- সংসারক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য- সমাধান-প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে উঠে' ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার উদ্দামতা নিষ্প্রভ বেদনায় পর্য্যবসিত হয়, তুমি তৎক্ষণাৎ নিজেকে শ্রদ্ধাবনতিতে আনত ক'রে তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিও- স্বাস্থ্য, ভরসা ও পথ উদ্দীপনার সহিত যথাসম্ভব তোমার কাছে আবির্ভূত হইবেই।

নাম-ধ্যান

নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, আর ধ্যান মানুষকে স্থির ও গ্রহণক্ষম করে।

ধ্যান মানেই কোন-কিছু-একটার চিন্তা নিয়ে লেগে থাকা অর্থাৎ তৎচিন্তা-পরম্পরায় নিয়ত মননশীল হওয়া-আর তা-ই আমরা বোধ করতে পারি যা-ই আমাদের লেগে- থাকাটার বিক্ষিপ্ত এনে দেয়, কিন্তু ভেঙ্গে দিতে পারে না। বিরক্ত হওয়া মানেই বিক্ষিপ্ত হওয়া। তীক্ষ্ণ হও, কিন্তু স্থির হও- সমস্তই অনুভব করিতে পারিবে।

আবার এই ধ্যান করতে গেলেই যাকে ধ্যান করছি তার নাম তদর্থ- ভাবনার সহিত আপনা-আপনি এসে হাজির হয়। আর অমনি ক'রেই সেই বিষয়ের চিন্তা একটা পরম্পরার প্রকৃতি নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতন চলতে থাকে। আর এরই ফলেই সমাধি এসে হাজির হয়।

তাই মানুষ যখন সামগ্রিক থেকে সপারিপার্শ্বিক জগৎ-বুদ্ধিতে জেগে উঠে, তখন তার একটা বিরাট জ্ঞান- চৈতন্য নিয়ে জাজ্জ্বল্যভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে। তখন সে হয় ঐ জ্ঞান-চৈতন্যের ব্যক্ত প্রতীক।

তাই নাম ও ধ্যান করতে গেলেই সদগুরু, আদর্শ বা প্রিয়পরম-যা-ই ব'লে অভিহিত কর না কেন-অমনতর জীবন্ত ব্যক্তপ্রতীকেরই অবলম্বন ও অনুসরণ করতে হয়।

তা' না পাওয়া গেলে ঐ ব্যক্তপ্রতীকে আশ্রয় বাস্তবপ্রেমী এমনতর কাউকে অবলম্বন ও অনুসরণ ক'রে ঐ আদর্শ, সদগুরু বা প্রিয়পরমে উদ্ধুদ্ধ আশ্রয় হ'তে হয়- আর এই হ'লেই তোমার উন্নত চলনা জীবন, যশ ও বুদ্ধিতে প্রগতি-পরায়ন হ'য়ে সম্মেশালী হ'তে পারে।

সমাধি

কোন বিষয়ে মন সম্যকভাবে লাগিয়া থাকার নাম সমাধি। তাই সমাধি মানেই হচ্ছে সম্যকভাবে ধারণ করা বা লাগিয়া থাকা।

বেহুঁশ ও অজ্ঞান হয়ে কাঠ-পাথরের মতন পড়ে' থাকলেই যে তাকে সমাধি বলতে হবে তার কোন মানে নেইকো, যদি ঐ পড়ে'- থাকা থেকে আমূল একটা সহজ জ্ঞান ও কর্মপ্রাণতার পরিণতি না ঘটে।

আর এই জন্যেই সমাধি বহু প্রকারের হ'তে পারে-তা' যেমন ও যত মানুষের যেমন ও যত-প্রকার ধাতু ও সংস্কার (রহংঃরহপঃ)।

ব্রহ্ম

যাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যাহা-কিছু হইয়া তাহাই আছে তাহাই ব্রহ্ম ।

মানুষের প্রবৃত্তিগুলি যখন তার বা প্রিয়পরমের প্রতি একান্ত অনুরাগ-মুগ্ধ টানে তারই স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টির জন্য তৃপ্তিময়ী অনুসন্ধিৎসার সহিত তার জগতের প্রতি-প্রত্যেকটিকে নানারকম বিশ্লেষণে-নিয়ন্ত্রণে-সামঞ্জস্য-সমাধানে ইষ্ট বা প্রিয়পরমের সার্থকতায় চিন্তা, চলন ও তার বাস্তব অভিব্যক্তিতে এনে ক্রমশঃ যে এক ইষ্টেকভূমিতে উপস্থিত হ'য়ে তারই অনুরঞ্জন-অনুপ্রাণনে প্রতিব্যাপ্তি ও সমষ্টিকে যেমন অনুভব ক'রে থাকে তাই হচ্ছে ব্রহ্মদর্শন ও অনুভূতি ।

আর অটুট ও আপ্রাণ, মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ অনুসন্ধিৎসার সহিত ঐ বৃহতের চিন্তায় ও চলনে বাস্তবতা নিয়ে চলাই হচ্ছে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য ।

মাধনার শ্রুত্

যদি সাধনায় উন্নতিই করতে চাও-আর সে উন্নতিকে সর্ব্বতোমুখী করারই ইচ্ছা থাকে তা-হ'লে প্রথমেই নজর রেখো এমনতর অনুসন্ধিৎসার ভিতর দিয়ে সেবামুখর ইষ্টযাজন যা'তে তোমার সেবায় তোমার প্রতি-পারিপার্শ্বিক তার প্রয়োজন-পূরণে পুষ্টিলাভ ক'রে ইষ্টে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তা'তে অটুটভাবে অনুরক্তি লাভ করে ।

আর এই যাজনের ভিতর দিয়েই দেখবে তোমার ইষ্টমনন বা ধ্যান এমনতরই প্রবল হ'য়ে উঠছে যাতে তোমার প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি ইষ্ট-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-পুষ্টিপন্ন না হয়েই থাকতে পাচ্ছে না । এমনতর ভাবেই ক্রমশঃই দেখতে পাবে তোমার প্রত্যেকটি বৃত্তি ও প্রবৃত্তি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটিকে কেমনতর সার্থক করে তুলছে-আর সেগুলি অমনি ক'রেই ইষ্টের প্রতি অনুরক্তি-সূত্রেই যেন কেমন সুন্দরভাবে গ্রথিত হ'য়ে উঠছে ।

তারপর এরই ভিতর দিয়েই তোমার নামাধ্যান ইত্যাদি সাধনার সময় যখন তুমি নিরিবিলা-ভাবে ব'সে ও-সব কচ্ছ তোমার মাথায় যেমনতর যত চিন্তাই আসুক না কেন প্রতি-প্রত্যেকটিকেই বেশ ক'রে হিসাব-নিকাশ করে ইষ্টানুকূলে এনে তাঁর তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার সমাধান ক'রে ফেলতে থাক-আর এই ক'রে তোমার ধ্যান, জপ ইত্যাদি যেই শেষ হ'য়ে এল অমনি সেগুলি যথাযথ যতদূর সম্ভব কর্মের ভিতর দিয়ে বাস্তব অভিব্যক্তি দিতে কিছুতেই ভুলে যেও না । দেখবে তোমার মস্তিষ্ক কেমন তরতরে হ'য়ে দক্ষতা ও ক্ষিপ্ততার সহিত জ্ঞান ও কর্মের অধিবেশনে তোমাকে নিরন্তর উন্নত উপভোগের ভিতর দিয়ে বাস্তব উন্নতিতে নিয়ে চ'লছে ।

এই এমনতরটী বাদ দিয়ে তুমি যতই সাধনা বা যা-ই কিছু কর না কেন তুমি কিছুতেই প্রস্বস্তি লাভ করতে পারবে না-একথা অতি নিশ্চয় ।

মাত্রটি মংজ্ঞা (দিনশা ও ব্যাকুলতা)

- ১) দীন হওয়া অর্থ নোংরা সাজা নয়কো ।
- ২) ব্যাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো-বরং হৃদয়ের একান্ত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ।
- ৩) স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো- বরং স্বাধীনতার অন্তরায় ।
- ৪) তেজ মানে ক্রোধ নয়কো-বরং বিনয়-সমন্বিত দৃঢ়তা ।

- ৫) সাধু মানে যাদুকর নয়কো-বরং আদর্শের উদ্দেশ্যসিদ্ধ- করণে নিজের বৃত্তিস্বার্থত্যাগী-প্রেমী ।
৬) ভক্ত মানে কি আহাম্মক? বরং বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী ।
৭) সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো-প্রেমের সহিত আলিঙ্গন ।

ক্ষমা ও মহিষ্ণুতা

ক্ষমা কর, কিন্তু অন্তরের সহিত, ভিতর গরম রেখে অপারগতাবশতঃ ক্ষমাশীল হ'তে যেও না ।
ক্ষমা কর, কিন্তু ক্ষতি ক'রো না । বিচারের ভার, শাস্তির ভার আপন হাতে নিতে যেও না; অন্তরের সহিত পরমপিতার উপর ন্যস্ত ক'রে সংশোধনের পথে বাস্তবভাবে চলতে থাক-ভাল হবে ।
কাহাকেও অন্যায়ের জন্য যদি তুমি শাস্তি বিধান কর, নিশ্চয় জেনো, পরমপিতা ঐ শাস্তি উভয়ের মধ্যে তারতম্যানুসারে ভাগ ক'রে দেবেন ।
পিতার জন্য, সত্যের জন্য দুঃখ ভোগ কর-অনন্ত শান্তি পাবে । তুমি সত্যে অবস্থান কর, অন্যায়কে সহ্য ক'রে তা'কে মঙ্গলে নিয়ন্ত্রণ করতে থাক । প্রতিরোধ ক'রো না-শীঘ্রই পরম মঙ্গলের অধিকারী হবে ।

দাপ

যাহা করিলে রক্ষা হইতে পতিত হয় তাহাই পাপ ।
যদি পাপ ক'রে থাক, কাতরকণ্ঠে তা' প্রকাশ কর, শীঘ্রই সান্ত্বনা পাবে । সাবধান ! সন্ধীর্ণতা বা পাপকে গোপন রেখো না, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'য়ে অতি সত্ত্বর তোমাকে অধঃপাতের চরমে নিয়ে যাবে ।
অন্তরে যা' গোপন করবে, তাই বৃদ্ধি পাবে ।
ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা কর, পতিত হবে না-বরং অগ্রসর হ'তে থাকবে ।
পতিতকে উদ্ধারের কথা শুনাও, আশা দাও, ছলে বলে কৌশলে তার উন্নয়নে সাহায্য কর, সাহস দাও-কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দিও না ।

পুণ্য

যাহা করিলে অস্তিত্বকে রক্ষা করা হয় তাহাই পুণ্য ।
যাতে মানুষ অন্যের বাঁচা-বাড়াকে নিষ্পেষিত না ক'রে নিজের বাঁচা-বাড়াকে সংবৃদ্ধির পথে চালিত ক'রে অন্যকে সংবৃদ্ধ ক'রে তোলে তাই করাই হচ্ছে প্রকৃত পুণ্যকর্ম ।
যদি তোমার বাঁচা-বাড়ার সম্বর্দ্ধনায় তোমার পরিচয় ও পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়া বেড়েই না উঠলো তা'- হ'লে তুমি নিশ্চয়ই পুণ্যবান নও-এটা অতি নিশ্চয় ।
সত্য, দান, দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি তথাকথিত সৎকর্ম- যা' করায় তোমাকে সংবর্দ্ধিত ক'রে তোমার পারিপার্শ্বিককে উন্নতই না করল কিংবা ঐ সব ভালো কাজ তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের বৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে তোমাদিগকে আরও হীনতরেই পরিচালিত করতে লাগল-সেগুলি তোমার পুণ্যকর্ম তো হয়ই-নি বরং

পুণ্যের মুখোশে অপকর্মই হ'য়েছে। আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে যা' করবে মেপেই ক'রে যেও-ভুলও করবে কম, দ্বন্দ্ব ও বিধ্বস্তিও আসবে কম।

আধ্যাত্মিকতা

যে ভাব ও কর্ম মানুষকে কারণমুখী করে দেয় তা-ই আধ্যাত্মিকতা।

আত্মাকে অধিকার ক'রে যা'-কিছু থাকে তা-ই অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক- আর সেই থাকাগুলিকে অনুধাবন ক'রে ক্রমকারণকে পারস্পর্য্যে বাস্তবতার ভিতর দিয়ে জেনে সার্থক হওয়ার ঝোককেই আধ্যাত্মিকতা বলা যেতে পারে। আবার যা-কিছুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে নিয়ত গমন-সম্মেলী অর্থাৎ এক-এক রকমে বিকশিত হ'য়ে বহু রকমের পরিণতিতে নিয়ত চলেছে এমনতর যে করণ ও কারণসত্তা তাকেই আত্মা বলা যেতে পারে।

মুক্তি

মনের সর্বপ্রকার গ্রন্থির (সংস্কার বা বৃত্তির) সমাধান বা মোচন হইয়া একে সার্থক হওয়াই মুক্তি।

যখন কোন-একটা অনুরাগ তোমার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে-যাঁতে তুমি অনুরাগাবদ্ধ- তাঁর স্বার্থপুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে একটা অটুট তৃপ্তি ও সন্দীপনার সহিত একমাত্র তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে বাস্তবভাবে নিরন্তরতা লাভ করেছে-ঠিক জেনো তখন থেকেই তুমি মুক্তির অধিকারী হয়েছ।

তোমার বৃত্তিগুলি যখন তাদের রং-এ রাঙিয়ে তোমাকে সেই মানুষ করার রকম থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে-আর আদর্শের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার আশ্রয় অনুরাগই যখন তোমার চলনা ও চাহিদার একমাত্র নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন মুক্তি তোমার হস্তামলকবৎ- এটা ঠিকই জেনো।

বিশ্বাসঘাতকতা।

কোন-কিছু আজ বুঝেছি আবার কাল বোঝা যায় না, হেঁয়ালী ইত্যাদির ব'লে শৃগাল সেজো না-কারণ ইতর জন্তুরাও যা' বোঝে তা' ভোলে না। তাই এই প্রকার বলাটাই দুষ্ট বা অস্থির বুদ্ধির পরিচায়ক।

আজ উপকৃত হয়েছি ব'লে কাল আবার স্বার্থান্ধ হ'য়ে অপকৃত হওয়ার ভাণ ক'রে অকৃতজ্ঞতাকে ডেকে এনো না। এর চাইতে ইতরামো আর কি আছে? যা'কে তা'কে জিজ্ঞাসা কর।

মুর্থতা না থাকিলে উপকৃতের কুৎসায় উপকারীকে নিন্দিত করা যায় না।

উপকারী যখন উপকৃতের নিকট বিধ্বস্ত হয়, তখন মূঢ় অহং কৃতজ্ঞতারূপ অর্গল ভাঙ্গিয়া দম্ভকন্টকাকীর্ণ মৃত্যুপথ উন্মুক্ত করে।

আশ্রিতের নিন্দার যিনি আশ্রয়কে কুৎসিৎ বিবেচনা করেন-বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

যে মানুষ মঙ্গল অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধি আচার, ব্যবহার ও কর্মকে সেবা সমর্থন না ক'রে unbiased ভঙ্গী নিয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন ক'রে কিংবা আপন প্রতিষ্ঠা, সম্প্রদায় ও সংস্কারের গোঁড়ামি নিয়ে মঙ্গলকে অবসাদগ্রস্ত ও আহত ক'রে অমঙ্গলের বাঁচা-বাড়াকে তুষ্ট ও পুষ্ট করতে দিগ্দারী দয়া ও পটুতার অহঙ্কারে হীনতার মোসাহেবী

প্রত্যাখান করতে পারে না-বুঝিও তার জন্মই কলঙ্কপঙ্কিল-সে যত বড়ত্ব বা ধার্মিকতার ভঙ্গী ধরেই থাকুক না কেন, তার বাস অতি দুর্বল ও নীচু মনে ও অধার্মিকতায়। বিনয়সম্বিত অবহেলার অন্তরে তোমার সতর্ক নজরকে তার পহারা হাতে নিরস্ত করিও না।

তুমি জান নাই বা বুঝিতে পার নাই এমনতর তোমার আদর্শের কোন কাজ বা কথার মন্দ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা জামায়েৎ লোকজনের সমক্ষে-এমন কি বুঝিবার জন্যও-কিছুতেই করিতে যাইও না। করিলে তাহা তোমার প্রতি-পারিপার্শ্বিকে নানারকমে চারাইয়া গিয়া তোমার ও তোমার আদর্শের এমনতর মন্দ বা বিরুদ্ধ অযথা অন্যায় মতবাদের সৃষ্টি করবে যাহাতে অপবাদ ও অপযশের বাস্তব সংঘাতে আদর্শ সহিত তোমার দুস্থ অবসাদগ্রস্ত সংঘাত নিহত হইতে একটুও বিলম্ব হইতে না-ও পারে।

আর শত চেষ্টায়ও তখন তাহার নিরাকরণ করার অবসরও থাকিবে না-লাখ ভাল করিয়াও হয়ত বিনাদোষে অকর্মাচীর মত আদর্শ সহিত তোমার এই বেকুবীর দরুণ ঐ অল্পবুদ্ধি পারিপার্শ্বিকের হাতে বিধ্বস্তিতে নিম্পেষিত হইয়া হতায়ু হওয়া ছাড়া হয়ত অন্য কোন উপায়ই থাকিবে না।

সাবধান হইও-এমনতর কেহ করিতে গেলেও তাহাকে বিনা আপোষ-রফায় তৎকালেই প্রতিরোধ করিও-ই। বরং তাতে অনেকটাই রেহাই পাইতে পার।

যখনই কেহ তোমার কাছে তোমার আদর্শ, ধর্ম বা তদ্রূপ মাঙ্গল্য কোন-কিছুর নিন্দা বা অপবাদ করিবার সুযোগ বা অবসর পাইয়াছে বা অপবাদ করিতেছে-ঠিক বুঝিও এই নিন্দা, অপবাদ, অপযশের উপকরণ-যাতে সেগুলি পোষণ পেতে পারে-তা' তোমার অন্তর, তোমার হাবভাব ইত্যাদিতেই প্রকৃষ্টভাবে লুক্কায়িত আছে। একটা সংজ্ঞান, উদারতা বা ক্লৈবিক বিচারসম্পন্ন বিশ্বশ্রেমের ঘোমটাই তোমার সেই তাহাত্ব-ই জ্বল্জ্বল করিতেছে-আর ঐ আকর্ষণেই তোমার পারিপার্শ্বিক মুগ্ধ বেকুবতায় অটল এমনতর হইয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাবধান হও, শোধরাও, আপোষ-রফা হইতে বিরত থাক-আদর্শপ্রাণতায় আশ্রয়ভাবে তৎস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন হইয়া উদ্ভাসিত মুগ্ধ আকর্ষণে প্রতি-প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল-সার্থক হইবে ও সার্থক করিতে পারিবে।

অকৃতজ্ঞতা

অকৃতজ্ঞতা মানেই হচ্ছে-কখনও কেউ যদি তোমার এতটুকু ভাল করে থাকে যাতে তুমি বাঁচা-বাড়ার প্রগতির পথের দিগ্দারী থেকে বেঁচে সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে পুষ্টিলাভ করেছ তা' ভুলে গিয়ে বা অস্বীকার করে সেই উপকারীর প্রতি তার বাঁচা-বাড়ার প্রগতির জন্য তোমার যা' করা উচিত ছিল তা' না-করা। আর এর মানেই হচ্ছে তোমার পুষ্টির জন্য দুনিয়ায় তোমার প্রয়োজনপূরক সপারিপার্শ্বিক তাকে হারিয়ে ফেলা- তোমার জীবন ও বর্ধনের পথে পোষণ, পুষ্ট ও তুষ্টিকে লোকসানে ফেলে দেওয়া।

তাই বলছি, খুব সাবধান-তোমার জীবন-চলনায় যেন কোথাও অকৃতজ্ঞ না হতে হয় খুব নজর রেখো।

যদি তোমার কখনও এমনতর অবস্থা ঘটে-বিরুদ্ধ দু'জনের কাছেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, অথচ কোন দিকে তুমি যোগ দিলে বা সহানুভূতি দেখাইলে অন্যের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, দু'জনের ভিতর যিনি তোমার কাছে প্রধান তুমি তাকে অবলম্বন করে অন্যের কাছে যেয়ে যুক্তি, মত, মীমাংসা ও আবেদনে তাঁকে নিরস্ত করে মিল ঘটাইতে চেষ্টা করিও।

যদি দেখ, তা-ও কিছুতেই ঘটিয়া উঠিল না, তুমি পরিস্কার, সহজ ও বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিও, তুমি কিছুতেই অন্যকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না-তাকে পরিত্যাগ করা মানেই তোমার জীবন ও বৃদ্ধিকে পরিত্যাগ করা। এমতস্থলে তোমাকে অকৃতজ্ঞতার দোষে দুষ্ট তো হইতে হইবেই না-বরং তাহা হইতে যদি বিন্দুমাত্রও বিরত হও, ন্যায় ও বন্ধু-আবেষ্টনী অকৃতজ্ঞতা তোমার চরিত্রকে নারকীজঘন্য উদারতায় নিরয়-নিরত করিয়া তুলিবে।

তুমি তোমার আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে স্বার্থ করে, তোমার জীবন, চরিত্র ও চলনাকে সেই উদ্বোধনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রেই চলতে থাক। যাদের দিয়ে তোমার ঐ স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা পুষ্টি পেয়েছে-তাদেরই কাছে কৃতজ্ঞ হও- জীবনে তোমার আদর্শ ও তদনুকূল ব্যাপার ছাড়া নিজের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কিছুই থাকিবে না। অতএব কোথাও কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে না।

অকৃতজ্ঞতাই চিরদিনই কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে নিমন্ত্রণ করে। এই তিনই বিশেষতঃ কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা- যা'-নাকি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে আমাকে সাহায্যে তার কৃতকর্ম পুষ্ট করিয়া পোষণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে-তা' যতটুকুই হোক না কেন-তার সর্বনাশে উপকারীর জীবনবৃদ্ধিকে হনন করিয়া নিমকহারামী স্বার্থে বৃত্তিপ্রান নিজেকে তার সম্পদে পুষ্ট, সম্পদশালী ক'রে তোলে বা তুলতে চেষ্টা করে-সেই হচ্ছে এমন পাপ যার প্রায়শ্চিত্ত আয়্যনিদানে পাওয়া কঠিন।

এই কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে যে বা যা'রা প্রশ্রয় ও পোষণপুষ্ট করে, তারা এদের চাইতেও আরো পাপী। কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক অনেকটা অনেক সময়েই নিজেই সর্বনাশে সাবাড় হয়-আর এই প্রশ্রয়ী ও পুষ্টিপ্রদাতারা ব্যুষ্টিসমষ্টির ধর্ম ও জাতির চিরদিনই সর্বনাশ করে থাকে।

এরা সাধানরণতঃ দুর্বলের সাহায্যকারী-উদার মুখোশ প'রে পারিপার্শ্বিককে নানা কথার ভাণে ভুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বিপথে চালিয়ে, সর্বনাশে সমাহিত ক'রে থাকে। এরা গা-ঢাকা দেওয়া মৃত্যুর আড়কাঠি-এদের কুটিল উদার চক্ষু থেকে-নিজের যদি ভালই চাও তবে সাবধান থাকো!

সন্ধ্যাস

আদর্শে মন সম্যকপ্রকারে ন্যস্ত করার নাম সন্ধ্যাস। আর যখনই মানুষের মন অমনতর আদর্শে সর্বতোভাবে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, তখনই তার কথা, কাজ ও চলনা আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উদ্দাম চলনায় তারই ইচ্ছা ও চাহিদাকে বাস্তব পরিপূরণে পরিণত করতে অফুরন্ত উন্মাদনায় জীবনীয় হ'তে থাকে।

আর এই-ই হচ্ছে সন্ধ্যাসীর প্রকৃত প্রকৃতি।

তোমার মনের সন্ধ্যাস হোক-সন্ধ্যাসী সেজে মিছামিছি বহুরূপী হ'য়ে ব'সো না।

বিচার ও যুক্তি

যে তুলনা অন্তর্নিহিত কারণকে ফুটাইয়া তোলে তাহাই প্রকৃত বিচার।

কোন বস্তুকে লক্ষ্য রাখিয়া তোহার স্বরূপ নির্দেশক বিশ্লেষণই যুক্তি।

অসীম অসীম

যাহা ধারণা করিতে মনের নিজত্ব অক্ষুন্ন থাকে তাহাই সসীম ।

যাহা ধারণা করিতে গিয়া মন নিজত্ব হারাইয়া ফেলে তাহাই অনন্ত বা অসীম ।

ঋষি

বস্তুবিষয়ক সম্যগ্‌দর্শন দ্বারা তন্ময়নে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের নিবৃত্তি যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাঐ ঋষি ।

তাই ঋষি মানেই হচ্ছে দ্রষ্টাপুরুষ । আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অনুরাগী হ'য়ে মানুষ যখনই জগতের প্রতিবৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানকে লইয়া বিশ্লেষণ ও বিচারের সহিত আদর্শের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে পুষ্ট ও তুষ্ট করার অনুকূল অনুরাগে সবগুলিকে প্রত্যক্ষ ক'রে পরম একত্বে উপনীত হয় তখনই তাহাকে ঋষি বলা যায় ।

এই ঋষিই হচ্ছেন আর্যকৃষ্টির প্রধান নায়ক ও শিক্ষক-তাই তারাই গুরু বা আচার্য্য ।

আত্মাণ আদর্শানুরাগে চিন্তা ও করার ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বাস্তব অভিব্যক্তিতে পর্য্যবসিত ধী ও মেধাসম্পন্ন, প্রতি-প্রত্যেককে আত্মবৎ-বোধকারী এই ঋষিরাই ছিলেন বেদ বা জ্ঞানের জ্যোতিঃ বাচক বা প্রতীক ।

সশ্রদ্ধ বিনয়াবনত ভক্তি, সেবা ও পূজার সহিত এদের অনুসরণেই মানুষ এদের অন্তর্নিহিত জানা ও বোধ লাভ ক'রে অপার সার্থকতায় ধন্য ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে ।

তাই ঋষি বাদ দিয়ে যারা ঋষিবাদের উপাসনা করে, তাদের অধিগম্য যা-কিছু জ্ঞান অন্ধ তমসাকেই সার্থক ক'রে তোলে ।

মানুষের ভগবান্

ভগবান্‌কে জানা মানেই সমস্তটাকে বুঝা বা জানা । যাহাতে সর্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছ তিনিই তোমার ভগবান্ আর তিনিই তোমার পরমগুরু ।

জগতের সমত্ব ঐশ্বর্য্য-জানা, ভালবাসা ও কর্ম-যাঁহার ভিতর সহজ উৎসারিত আর যাঁর প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান লাভ হয়- তিনিই মানুষের ভগবান্ ।

মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যন্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে,-আর মঙ্গলদাতা তখনই দর্শিত হন, যখনই দেওয়া মঙ্গলটার অভ্যন্ত সংস্কারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়-আর তাই প্রেরিতপুরুষ স্বদেশে কুৎসামন্ডিত হন ।

গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি-আর তিনিই অখণ্ড ।

ভারতের অবনতি

ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হ'য়ে উঠেছে-ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে ।

ভাৰতেশ্বৰ কল্যাণ

ভাৰত! যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবহন কৰিতে চাও, তবে সম্প্ৰদায়গত বিৰোধ ভুলে জগতের পূৰ্ব পূৰ্ব গুৰুদেৱেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাসম্পন্ন হও- আৰ তোমাৰ মূৰ্ত্ত ও জীবন্ত গুৰু বা ভগবানে আসক্ত (ধঃঃপযবফ) হও-আৰ তাৰেই স্বীকাৰ কৰা যায় তাকে ভালবাসে। কাৰণ পূৰ্ববৰ্ত্তীকে অধিকাৰ কৰিয়াই পৰবৰ্তীৰ আৰিভাৰ।

শান্তি!

শান্তি!

শান্তি!

